CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-43 ■ 17 November, 2025 ■ আগরতলা ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩০ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

লালকেল্লা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়

আত্মঘাতী হামলাকারীর সহযোগী গ্রেপ্তার করল এনআইএ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর।। লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণ মামলায় বড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। ঘটনায় জড়িত আত্মঘাতী হামলাকারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, কাশ্মীরের বাসিন্দা আমির রশিদ আলিকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। এই হামলায় ১০ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন আরও ৩২ জন।

এনআইএ সূত্রে জানা গেছে, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি আমির রশিদ আলির নামে নিবন্ধিত ছিল। দিল্লি পুলিশ থেকে তদন্তভার গ্রহণের পর এনআইএ ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দিল্লি থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে।

তদন্তে উঠে এসেছে, জম্মু—কাশ্মীরের পাম্পোরের সাম্বুরা এলাকার বাসিন্দা আমির রশিদ আলি আত্মঘাতী বোমারু উমর উন নাবির সঙ্গে মিলে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। গাড়িটি কেনার কাজে সাহায্য করার জন্যই আমির দিল্লিতে আসে। পরবর্তীতে সেই গাড়িটিকেই শক্তিশালী আইইডি লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

এনআইএ ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে যে বিস্ফোরণের সময় গাড়িটি চালাচ্ছিল মৃত আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নাবিযিনি মূলত পুলওয়ামার বাসিন্দা এবং ফারিদাবাদের আল-ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ চিকিৎসা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

এনআইএ নাবির আরেকটি গাড়িও জব্দ করেছে, যা বর্তমানে তদন্তাধীন। এ পর্যন্ত তদন্তে ৭৩ জন সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

দিল্লি পুলিশ, জম্মু—কাশ্মীর পুলিশ, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এনআইএ আন্তরাজ্য তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের পেছনে থাকা বড় চক্র এবং অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিরোধীরাই রাজ্যে সন্ত্রাসের কালচার তৈরি করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বিরোধীরাই রাজ্যে সন্ত্রাসের কালচার তৈরি করেছে। বিহারের নির্বাচনের ফলাফল ঘটনার পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসের সঠিক তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, বিহারের ফলাফলে নির্বাচনের পর রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন। রাজ্য সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন কেন এই ঘটনা ঘটেছে, কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে দল-মতের উর্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে এই অশান্তির জন্য বিরোধীদেরকেই দায়ী করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিরোধীরাই দীর্ঘ বছর ধরে এই কালচার ত্রিপুরা তৈরি করেছেন। ফলে সরকার সন্ত্রাস দমন করতে চাইলেও বিরোধীদের দ্বারা তৈরি করা এই কালচারকে আটকানো যাচ্ছে না। তিনি বলেন, সরকার চেষ্টা করছে যেন এধরনের ঘটনা সংঘটিত না হয়, পাশাপাশি এধরনের ঘটনাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে জিরানিয়ায় ফেন্সি কাণ্ডের বিষয়েও এদিন প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই ঘটনার খুব ভালো তদন্ত করছে। তাই এই ঘটনার তদন্তভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতেই থাকবে। এবিষয়ে দায়িত্ব সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়ার কোনো উদ্যোগ আপাদত নেই বলেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজধানীতে সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির ডাকে শহরে মিছিল ও গণঅবস্থান কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হলেও শেষমেশ অনুমতি মেলেনি। পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনী না থাকার কথা উল্লেখ করে রাজ্য আরক্ষা দপ্তর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার রাতে কমিটিকে জানিয়ে দেয় যে তাদের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

এর প্রতিবাদে আজ প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হন ত্রিপুরা কর্মচারি সমন্বয় কমিটি (এইচ.বি. রোড ইউনিট)-র নেতৃত্ব ও কর্মীরা। কমিটির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহারে নতুন সরকার গঠন ১৯-২০ নভেম্বর শপথ গ্রহণ

পাটনা, ১৬ নভেম্বর ।। বিহারে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে, যা ১৯-২০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে ১৮তম বিহার বিধানসভার গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর। বিহারের নির্বাচন কমিশন, বিহার রাজ্যের গভর্নর আরিফ মোহাম্মদ খানকে চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করবে, যার পর মডেল কোড অব কন্ডাক্ট (মডেল আচরণ বিধি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার আগামীকাল একটি মন্ত্রিসভা বৈঠক আহ্বান করেছেন, যেখানে পুরনো ১৭তম বিধানসভা বিলুপ্তির প্রস্তাব অনুমোদিত হবে। প্রস্তাবটি পাস হলে, নীতিশ কুমার গভর্নর খানের কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন, যার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে নতুন সরকার গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

নীতিশ কুমারের পদত্যাগের পর, এনডিএ-র শরিক দলগুলি তাদের বিধানসভা দলের বৈঠক করবে, যেখানে তারা নিজেদের নেতা নির্বাচিত করবে, যিনি পরে নতুন সরকারের গঠন দাবি করবেন।

পাটনার গান্ধী ময়দানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এটি একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, যেখানে এনডিএ-এর নেতা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, এবং এনডিএ জোটের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি নিশ্চিত হতে পারে। শপথগ্রহণের চূড়ান্ত তারিখ ১৯ অথবা ২০ নভেম্বর হতে পারে, যা প্রধানমন্ত্রী মোদির সূচির উপর নির্ভর করবে।

এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান এনডিএ-র ঐক্য এবং রাজনৈতিক শক্তির প্রদর্শন হিসেবে পরিকল্পিত হচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন দুটি পর্যায়ে, ৬ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের ভোটে ভোটদানের হার ৬৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা বিহারে ১৯৫১ সাল থেকে সর্বোচ্চ।

এনডিএ ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় ২০২টি আসন অর্জন করেছে। এর মধ্যে বিজেপি ৮৯টি, জেডিইউ ৮৫টি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) ১৯টি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মানঝির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা ৫টি, এবং রাজ্যসভার সদস্য উপেন্দ্র কুশওয়ারার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ৪টি আসন লাভ করেছে।

মহাগথবন্ধন, যার নেতৃত্বে আরজেডি ছিল, মাত্র ৩৫টি আসন পেয়েছে। এর মধ্যে আরজেডি ২৫টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফলাফল অর্জন করেছে, কংগ্রেস ৬টি, সিপিআই(এমএল) এল ২টি, সিপিআই(এম) ১টি, এবং সিপিআই ০টি আসন পেয়েছে।

হায়দ্রাবাদ এমপি আসাদুদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম ৫টি আসন পেয়েছে, তবে মুকেশ সাহনির বিকাশীমান মানুষ পার্টি (ভিআইপি) কোনো আসনই পায়নি।

বড়জলা বিজেপি মন্ডল নেতার বিরুদ্ধে মামলা

সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বড়জলা বিধানসভার মণ্ডল নেতা টিংকুব্রত দাসের বিরুদ্ধে খুনের হুমকির অভিযোগ এনে এনসিসি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তী। সিপিআইএম সমর্থকদের দাবি, প্রকাশ্যে মেরে ফেলার হুমকি এবং দলকে "দেখে নেওয়ার" মতো বক্তব্য রাজ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমল চক্রবর্তী জানান, ১৪ নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর এনডিএ জোটের জয়ের আনন্দে বারজলা মণ্ডলের বিজেপি নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা নটুননগর কো-অপারেটিভের সামনেবরজলা মণ্ডল বিজেপি অফিসের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের উপর আক্রমণ নিন্দনীয়

বিহার নির্বাচনটি গোজামিলের দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বিহারের ফলাফল নিয়ে বিজেপি গোটা দেশে সন্দিহানে ছিলেন। গত ২০ বছরের অপশাসন, দুর্নীতি, জনবিচ্ছিন্নতাই এর মূল কারণ। বিহারের ফলাফল সম্পর্কে আজ এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, বিহারে নির্বাচন কে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার বিজেপি নেতৃত্বদের মধ্যেও হৃদ কম্পন শুরু হয়েছিল। গোটা দেশ থেকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অভিযোগ উঠছে। খোদ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের পদে তথ্যের সঙ্গে বিহারের ফলাফলের কোন মিল নেই। বিহারের ইতিহাসে এর আগে কখনো হয়নি যে কোন দল ১০১ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৯৫ টি আসনে জয়লাভ করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলছেন বিহারের ভোটার ৭ কোটি ৪২ লক্ষ। কিন্তু ভোটের পর হিসাবে দেখা যাচ্ছে ভোট পড়েছে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ। অর্থাৎ এই হিসেবে ১০০ শতাংশ এর উপরে ভোট পড়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী বিহারে ভোট পড়েছে ৬৭ শতাংশ। গোটা নির্বাচনটি গোজামিলের মাধ্যমে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার।

তিনি আরো বলেন, এভাবে বেশি দিন সম্ভব নয়। বিজয় মিছিল থেকে যেভাবে বেছে বেছে সিপিআইএমদের আক্রমণ করা হয়েছে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

কমলপুরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ নভেম্বর।। বিহার জয়ের উল্লাসকে ঘিরে বিজেপির সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে ধলাই জেলার হালহালি ও মানিকভান্ডারে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করল সিপিআইএম। রবিবার সকাল থেকেই লাল ঝান্ডায় সেজে ওঠে এলাকাগুলি। কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণে দুই অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তাপ লক্ষ করা যায়।

হালহালিতে সড়ক অবরোধ এবং মানিকভান্ডারে বিক্ষোভ মিছিলের শেষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম ধলাই জেলা সম্পাদক অঞ্জন দাস। তিনি অভিযোগ করেন "হিংসা ও সন্ত্রাস দেখিয়ে সিপিআইএমকে স্তব্ধ করা যাবে না। জনগণ শান্তিপ্রিয়, তারা হিংসার রাজনীতি বরদাস্ত করবে না।" তিনি আরও জানান, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যসচিবের আশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে আন্দোলনে নামছে অনিয়মিত কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বরিষ্ঠ আইনজীবী ও সংগঠনের আহ্বায়ক পুরুষোত্তম রায় বর্মন মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ, মৃন্ময় চক্রবর্তী, কৌশিক নাথসহ অন্যান্য সদস্যরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারের নীরবতা গণতান্ত্রিক পরিবেশে অনাকাঙ্ক্ষিত ও উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, গত ৪ জুলাই সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক মহাকরণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয় এবং মুখ্যসচিবের নিকট ৮ দফা দাবি পেশ করা হয়। সেইদিন মুখ্যসচিব দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিলেও, চার মাস অতিক্রান্ত হলেও কোনো প্রকার অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে অভিযোগ সংগঠনের।

এছাড়াও, বিধানসভা অধিবেশনে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনিয়মিত কর্মচারীদের আরও হতাশ করেছে বলে মন্তব্য করেন সংগঠনের নেতারা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর পুনরায় একটি রিমাইন্ডার পাঠিয়ে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় পুনরায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের কার্যকর্তাদের তরফে জানানো হয়, দীর্ঘ বঞ্চনা ও মুখ্যসচিবের আশ্বাস ভঙ্গের প্রতিবাদে আগামী ডিসেম্বর মাসে দুই দফায় গণবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে১৪ ডিসেম্বর উদয়পুরে এবং ২১ ডিসেম্বর ধর্মনগরে। রাজ্যবাসীর কাছে অনিয়মিত কর্মচারীদের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরা হবে হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে। এরপরও যদি সরকার সাড়া না দেয়, তবে জানুয়ারি মাসে আগরতলায় বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডের পেট্রোল পাম্প খুলে দেওয়ার নির্দেশ জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। পুনরায় পুরাতন আগরতলাসিত পেট্রোল পাম্প চালু করার অনুমতি দিয়েছে জেলা প্রশাসন। উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ২৪.১০.২৫ তারিখের নির্দেশ খারিজ করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর থেকে জারি করা নির্দেশ অনুসারে পুনরায় আগরতলার পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডে অবস্থিত এমএস বিশ্বাস অ্যান্ড সন্স পেট্রোল পাম্প পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে জাগরণ ত্রিপুরা.কম — এ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে এই পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ করার নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছিল। কিন্তু এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই তরুণ শিক্ষকের সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ নভেম্বর।। প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী ও মধ্যাহ্নভোজধর্মনগরে অনন্য উদ্যোগ। ক্ষুদ্র প্রয়াসও বিরাট পরিবর্তনের জন্ম দিতে পারেএই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই গত পাঁচ বছর ধরে নীরবে, নিয়মিতভাবে মানবিক সেবা—কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের দুই তরুণ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক, দেবাশিস দাস এবং অজন্ত রায়। রবিবার শনিছড়ার শ্রী কৃষ্ণ পদাবলী সেন্টারে তাঁদের এই মানবিক যাত্রায় যুক্ত হলো আরেকটি নতুন অধ্যায়।

শনিছড়ার প্রান্তিক পরিবারের মোট চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে তাঁরা তুলে দেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা—সহায়তা সামগ্রীআর্ট মেটেরিয়াল, আশি দিস্তা খাতার কাগজ, কলম, চারঃ---কারঃ সামগ্রীসহ নানান খাদ্যসামগ্রী। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ভরিয়ে তোলে অনুষ্ঠান স্থলকে উৎসব মুখর আবহে। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী; পরিবারের আর্থিক সংকট পড়াশোনার পথে যেসব বাধা তৈরি করে, সেই প্রতিবন্ধকতা কিছুটা হলেও দূর হলো এই উদ্যোগে।

শুধু শিক্ষাসামগ্রী নয়ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মিলিয়ে মোট ষাট জনের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও করেন দুই শিক্ষক। স্থানীয়দের মতে, সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে অকৃত্রিম মানবিকতা ও নীরব সেবার মাধ্যমে এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলছেন তাঁরা। শিক্ষকতা তাঁদের কাছে শুধুই পেশা নয়, এটি একটি সামাজিক অঙ্গীকার।

দেবাশিস দাস ও অজন্ত রায় গত পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এমন অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছেনকখনো বই, কখনো পোশাক, কখনো আর্ট সামগ্রী, আবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 17-11-2025, 01:08

জাগরণ
আগরতলা,১৭ নভেম্বর,২০২৫ ইং
৩০ কার্তিক, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইউনূসের শাসনকালে মোটেই সুরক্ষিত নয় সংখ্যালঘুরা

শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধারাবাহিক নানা সময় প্রকাশ্যে আসিয়াছে। ঘটনাক্রমের জেরে আঙুল উঠিয়াছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে। অনেকের মতে, ইউনূসের শাসনকালে মোটেই সুরক্ষিত নয় হিন্দু, খ্রিস্টানদের মতো সংখ্যালঘুরা। তাঁহাদের উপর ধারাবাহিক ভাবে হামলা হইয়াছে।যদিও ইউনূসের দাবি, হিন্দু নির্যাতন হয়নি বাংলাদেশে, এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সেই দাবি উড়াইয়া দিয়াছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হাসিনা বলেন, 'মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সেখানে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়াছে এবং নির্দিষ্ট নিশানা করেই সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চলিয়াছে।'গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের জেরে গদিচ্যুত হওয়ার পর শেখ হাসিনা আপাতত ভারতের 'রাজনৈতিক আশ্রয়ে' আছেন। গণহত্যার অপরাধে তাঁহার বিচার শেষ হইয়াছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে। সোমবার রায় ঘোষণা হইবে। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য আরও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতি বার লকডাউনের পর রবিবার শাটডাউনের ডাক দিয়াছিল হাসিনার দলের সদস্যরা।এই আবহে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার শাসনকালে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং তাঁহাদের বিশ্বাস অটুট রাখিতে আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলাম। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আবহ ছিল, গণতন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু এখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সেখানে ভয়ে ভয়ে বাস কেন। তাঁহাদের মন্দিরে হামলা হইতেছে, দোকানপাটে লুট চলিতেছে, পরিবারকে হুমকি দেওয়া হইতেছে।' তাঁহার কথায়, 'এখনকার অন্তর্বর্তী সরকার তাঁহাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। হাসিনা বলিয়াছেন ইউনূস সরকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করিতেছে।'বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন জটিল কারণ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কাজ করে বলিয়া বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণে উঠিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকার পতনের পর সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে, আওয়ামী লীগ-বিরোধী কিছু গোষ্ঠী বা চরমপন্থী দল এটিকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, যাহা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখা গিয়াছে।তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে দ্রুত পরিবর্তন আসে। এই রূপান্তরের সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিথিল হওয়ায় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো হিন্দুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়।ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান এবং সরকার পরিবর্তনের কারণে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা সাময়িকভাবে দুর্বল বা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতে পারে। এই অবস্থায় অপরাধী ও চরমপন্থীরা সহজেই হিন্দুদের ওপর হামলা চালানোর সুযোগ পায়।অতীতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অনেক ঘটনার বিচার না হওয়ার কারণে হামলাকারীরা আরও বেপরোয়া

হইয়া ওঠে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দ্রুত বিচার ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব থাকিলে এই প্রবণতা আরও বাড়ে।এই আইনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এবং জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদকে সুযোগসন্ধানীরা ব্যবহার করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি, সম্পত্তি জবরদখলের জন্য হামলা চালায় এবং তাহাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করিবার চেষ্টা করে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রায়শই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।কিছু ইসলামী চরমপন্থী গোষ্ঠী বা উগ্রবাদী ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইয়া হিন্দুদের ওপর হামলা চালাইতে পারে। তাহাদের লক্ষ্য হইল দেশে একটি বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা।রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ভুল তথ্য বা উস্কানিমূলক গুজব ছড়াইয়া দিয়া দ্রুত জনমতকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলা হইতে পারে।তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হিন্দু নির্যাতন বৃদ্ধির মূল কারণকে কেবল একটি বিষয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এটি সাধারণত রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্বল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, এবং ভূমি দখল বা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটি জটিল মিশ্রণ। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রায়শই "ইনস্ট্রুমেন্টাল" বা সুপরিকল্পিতভাবে কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এই বিষয়ে আপনার যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা আরও কোনো বিশেষ প্রশ্ন থাকে, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

গোমতীর দীর্ঘশ্বাস

পরিবর্তনের স্রোতে হারানো জীবন ও নদীর কাহিনি

বিশ্বজিৎ বৈদ্য (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক)

গোমতী, ত্রিপুরার দেহজ ভৌগোলিক শিরাশুধু একটি নদীর নাম নয়, একটি জীবিত মানব---বাস্তুতন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই নদী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শুধু জল বহন করেনি, বহন করেছে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, লোকাচার, লোককল্যাণ, কৃষি অর্থনীতি, জীবিকাভিত্তিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও সামষ্টিক পরিচয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস (Singh– ২০১৪)। নদী বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, একটি নদী যখন তার স্বাভাবিক প্রবাহ হারায়, তখন সেটি শুধু জলের সংকট সৃষ্টি করে না, একটি সমাজের জীবিকাগত কাঠামো, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকেও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে (Bandyopadhyay, ২০১৩)। গোমতী আজ সেই সঙ্কটের স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাকৃতিক নদীর বিবর্তন ধীর, নিয়ন্ত্রিত ও সময়ের নিজস্ব ব্যাকরণ মেনে ঘটে, কিন্তু মানুষের আরোপিত পরিবর্তন দ্রুত, অস্থির এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ---বিরূপ (Rinaldi & Simon, ১৯৯৮)। গোমতীর গতিপথ এখন আর প্রকৃতি লেখে না, মানুষ লিখে; আর এই লেখার অক্ষরগুলো পরিকল্পনার চেয়ে বেশি ভুল, দূরদর্শিতার চেয়ে বেশি ক্ষণিক স্বার্থ দ্বারা চালিত। ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলে বনভূমি হ্রাস, অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ, ভূমি---ব্যবহার পরিবর্তন এবং ঝুমচাষের অসমন্বিত বিস্তারের কারণে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে বর্ষার জলের সঙ্গে সরাসরি নেমে আসে নদীগর্ভে (Das & Pal, ২০১৯)। এর ফলাফল নদীর তলদেশের অতিদ্রুত ভরাট, যা প্রবাহের গভীরতা কমিয়ে দেয়, জলের ধারণক্ষমতা সংকুচিত করে এবং বন্যা ও খরার চক্রকে আরও তীব্র করে তোলে (Sarma, ২০০৫; Ghosh– ২০২০)। ফলে গোমতী একই ক্যালেন্ডার বছরে দুই বিপরীত বাস্তবতা তৈরি করেবর্ষায় প্রবল অথচ ভঙ্গুর বন্যা, আর গ্রীষ্মে ক্ষীণ, প্রায় মৃতপ্রবাহ। নদীর এই আচরণ শুধুই জলবিজ্ঞানের সমস্যা নয়, এটি সমাজবিজ্ঞানেরও বিপুল রূপান্তরের নির্দেশক (Bandyopadhyay, ২০১৩)।

দুম্বুর বাঁধের নির্মাণ ত্রিপুরার উন্নয়নের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলাধার ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে, কিন্তু পরিবেশগত গবেষণায় পরিষ্কার বলা হয়েছেবাঁধ যখন পরিবেশগত প্রবাহ (Environmental Flow) বিবেচনা না করে পরিচালিত হয়, তখন নদীর নিম্নাংশে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হয়, মৎস্য---অভিবাসন, নাব্যতা, সেচ—চক্র এবং নদীনির্ভর জীবিকা একসঙ্গে বিপন্ন হয় (World Commission on Dams, ২০০০). গোমতীর ক্ষেত্রেও সেই ছবি তীব্রহঠাৎ জল ছাড়ায় মুহূর্তের বন্যা, আবার দীর্ঘ সময় জল আটকে রাখায় জনজীবনে শুষ্কতার চাপ; ঠিক যেন নদী দাঁড়িয়ে আছে এক অন্তহীন অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসের ছন্দে (Choudhury et al., ২০১৭).

নদীর সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক তীরবর্তী কৃষি সমাজের। নদীবাহিত পলি কখনোই শুধুমাত্র কাদা নয়, এটি প্রাকৃতিক সারের সমতুল্য, যা কৃষি উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে (FAO, ২০১১)। কিন্তু গোমতীর বর্তমান পলিচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নএখন পলি আর উর্বরতার উৎস নয়, বরং নদীগর্ভ ভরাটের প্রধান কারণ, যা সেচব্যবস্থাকে ব্যাহত করে, মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং কৃষিভূমিতে বালির স্তর সৃষ্টি করে (Debbarma et al., ২০২১)। সেচের অভাবে খরিফ মরসুম ব্যাহত হচ্ছে, আবার অতিরিক্ত জলাবদ্ধতায় রবি চাষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ফলে কৃষক একই চাষাবাদ বর্ষপঞ্জিতে দুইবার অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে (NEC, ২০২২)। কৃষি আয়ের এই অনিশ্চয়তা গ্রামীণ শ্রমশক্তির বৃহৎ অংশকে বিকল্প জীবিকা অনুসন্ধানে বাধ্য করছে, যার পরিণতিতে পরিবারভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি ধীরে ধীরে অনিয়মিত মজুরিনির্ভর অর্থনীতিতে রূপ নিচ্ছে (NSSO. ২০১৯)। কৃষি-সমাজের এই পরিবর্তন নিঃশব্দে সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ ক্ষমতার ভারসাম্য, খাদ্যাভ্যাস, পেশাগত ধারাবাহিকতা এবং পারিবারিক আস্থার বন্ধনকে পুনর্লিখন করছে। মৎস্যজীবী সমাজের কণ্ঠস্বর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে করুণ দলিল। নদীর গভীরতা হ্রাস, জলদূষণ, অক্সিজেন ঘনত্ব কমে যাওয়া, স্থানীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়া এবং বাঁধজনিত অভিবাসন-বাধাসব মিলিয়ে দেশীয় মাছের প্রজাতিগত সংকোচন এখন একটি বাস্তব পরিবেশ—সংকট (Dudgeon, ২০০০; Sarkar et al., ২০১৮)। উত্তর---পূর্ব ভারতের নদীগুলোর উপর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাভাবিক প্রবাহ---বাধা এবং দূষণ একত্রে কাজ করলে দেশীয় মাছের প্রজাতি দ্রুত বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয় (Goswami et al., ২০২০)। গোমতীও এই পরিবেশগত নিয়মের ব্যতিক্রম নয় (Tripura Fisheries Dept., ২০২৩).

মাছ হারিয়ে গেলে শুধু একটি খাদ্য—উৎস হারায় না, হারিয়ে যায় একটি সম্পূর্ণ পেশাজাত পরিচয়, লোকবিশ্বাস, নদী—নির্ভর স্মৃতির সমাজবিজ্ঞান, প্রজন্মান্তর পেশা—শিক্ষা এবং নদীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পরম্পরা। বহু জেলে পরিবার এখন নৌকা বিক্রি করে অটোরিকশা কিনছে, জালের বদলে হাতে তুলে নিচ্ছে নির্মাণ— শ্রমের উপকরণ, নদীর বদলে বাজার তার জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে। সমাজ যখন একটি নদীকে হারায়, তখন সে শুধু জল নয়তার জীবনের ব্যাকরণও হারায়। নৌ-অর্থনীতি, যা একসময় গোমতীর দুই তীরকে বাজার, বিনিময়, যোগাযোগ ও সমবায় অর্থনীতির একটি প্রাকৃতিক করিডোরে যুক্ত করেছিল, আজ প্রায় অনুপস্থিত। নাব্যতার সংকটে সেই অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ভেঙে গেছে, আর গ্রামীণ বাণিজ্য সম্পূর্ণ সড়ক—নির্ভর হয়ে পড়েছে, যার পরিবহণ ব্যয় বেশি, কার্বন—চাপ বেশি, এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের লাভের হার কম (Bandyopadhyay, ২০১৩)।

নদী যখন সংকটে পড়ে, তখন তার প্রভাব সবচেয়ে গভীরভাবে আঘাত করে সাংস্কৃতিক মনোজগতে। নদী—নির্ভর সমাজে ঘাট মানে শুধু জল ব্যবহারের স্থান নয়, এটি সামাজিক মিলন, ধর্মীয় আচার, লোকগান, সামষ্টিক স্মৃতি, উৎসব ও সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্র (Aggarwal, ২০১৪। নদীর জলস্তর যখন নেমে যায়, ঘাট যখন মাটিতে মিশে যায়, তখন শুধু জল শুকায় নাশুকিয়ে যায় সংস্কৃতির জীবন্ত মানচিত্র (Bhattacharjee, ২০২২)। গোমতীর তীরে এখন অনেক ঘাট আছে, কিন্তু ঘাটকেন্দ্রিক জীবন আর নেইএটি একটি গভীর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর, যা ডেটার চেয়ে বেশি দৃশ্যমান মানুষের জীবনযাপনের কাহিনিতে। দখল ও দূষণ এই সংকটের দুই নীরব সহগামী শক্তি। ভারতের নদী—ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নদীতীরবর্তী অবৈধ নির্মাণ, অপরিশোধিত বর্জ্য নিঃসরণ এবং প্লাস্টিক দূষণ নদীর ধারণক্ষমতা, জলের গুণমান এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রকে বহুমাত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে (CPCB, ২০২১; SPCB Tripura, ২০২৩)। গোমতীর বিস্তৃত অংশে এই বাস্তবতা আজ প্রাত্যহিকনদী যেন শহর ও গ্রামের বর্জ্য—ব্যবস্থাপনার অদৃশ্য নির্গমন নালা হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় Dissolved Oxygen কমে, জৈবদূষণ বাড়ে এবং জলবাহিত রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি পায় (WHO, ২০১৮)।

এই অন্ধকার চিত্র মানেই একথা নয় যে পুনরুদ্ধার অসম্ভব। বরং নদী---পুনরুজ্জীবনের আধুনিক তত্ত্ব স্পষ্ট উল্লেখ করেযদি একটি নদীর পুনরুদ্ধার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, সামাজিক অংশগ্রহণ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং পরিবেশগত প্রবাহ নিশ্চিতের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়, তবে নদী আবার তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারে (Palmer et al., ২০০৫; IUCN, ২০২০)।

গোমতীর পুনর্জন্মের জন্য প্রথম প্রয়োজন অববাহিকা---ভিত্তিক হস্তক্ষেপউজানে বনসৃজন, ঢাল—ব্যবস্থাপনা, মাটিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, এবং জলধারণ---কাঠামোর বৈজ্ঞানিক বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, দুম্বুর বাঁধ থেকে জল ছাড়ার সময়সূচি হতে হবে পরিবেশগত প্রবাহ---নির্ভর, যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নদীর স্বাস্থ্য পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে (WCD, ২০০০। তৃতীয়ত, নদীর তীরকে আইনি রিভার বাফার জোন ঘোষণা করে দখল---নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে সংরক্ষণ করা, চতুর্থত, নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ, পঞ্চমত, দেশীয় মাছ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের পুনরুদ্ধারে কমিউনিটি---ভিত্তিক মৎস্য সংরক্ষণ কর্মসূচি, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণসমাজের প্রতিটি স্তরে নদী—সাক্ষরতা তৈরি, যাতে নদী শুধু প্রশাসনের প্রকল্প নয়, মানুষের সামাজিক আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠতে পারে (UNESCO, ২০১৯)। গোমতীর সংকট আসলে ত্রিপুরার ভবিষ্যতের সংকট। নদী শুকালে শুধু জল হারায় না, সমাজ হারায় স্মৃতি, অর্থনীতি হারায় স্থায়িত্ব, প্রকৃতি হারায় ভারসাম্য, আর উন্নয়ন হারায় মানবিক মানে। নদী পুনরুদ্ধার এখন আর পরিবেশবিদদের একক আলোচনা নয়; এটি কৃষক, জেলে, ছাত্র, নাগরিক, পরিকল্পনাকারী এবং নীতি---নির্ধারক সবার যৌথ দায়িত্ব। নদী বাঁচলে গ্রাম বাঁচবে। প্রবাহ ফিরলে জীবিকা ফিরবে। গোমতী সুস্থ হলে ত্রিপুরা তার আত্মপরিচয় ফিরে পাবে।

মানব বিবর্তন এর ইতিহাস

মামুন ইসলাম

মানব বিবর্তন বা মানুষের উৎপত্তি বলতে বিবর্তন তার মাধ্যমে অন্যান্য হোমিনিড এবং বনমানুষ থেকে একটি আলাদা প্রজাতি হিসেবে হোমো স্যাপিয়েন্স দের উদ্ভবকে বোঝানো হয়। এই বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন করতে হলে বিজ্ঞানের অনেক শাখার সাহায্য নিতে হয় যেমনঃ নৃবিজ্ঞান, প্রাইমেটবিজ্ঞান, জীবাশ্মবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং জিনতত্ত্ব।মানুষ বা হিউম্যান শব্দটি দ্বারা এখানে প্রকৃতপক্ষে কেবল হোমো গণের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদেরকে বোঝানো হচ্ছে, যদিও মানব বিবর্তন গবেষণা করতে গিয়ে অস্ট্রালোপিথেকাস গণের অনেক প্রজাতি নিয়ে অধ্যয়ন করতে হয় স্বভাবত সেগুলোর আলোচনাও এই বিষয়ের অধীনেই হয়। আনুমানিক ২৩ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ বছর পূর্বে আফ্রিকাতে হোমো গণটি অস্ট্রালোপিথেকাস গণ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। হোমো গণে অনেক প্রজাতিরই উদ্ভব ঘটেছিল যদিও একমাত্র মানুষ ছাড়া তাদের সবাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ ধরণের বিলুপ্ত মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে হোমো ইরেক্টাস যারা এশিয়ায় বাস করতো এবং হোমো নিয়ানডার্টালেনসিস যারা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। আর্কায়িক হোমো স্যাপিয়েন্স দের উদ্ভব ঘটেছিল আনুমানিক ৪০০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ পূর্বের সময়কালের মধ্যে। আর্কায়িক বলতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের প্রাচীনতম সদস্যদের বোঝানো হয় যারা প্রজাতিগত দিক দিয়ে এক হলেও আধুনিক মানুষের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে পৃথক ছিল।

দেহের অভ্যন্তরীন গড়নের দিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অনুকল্প হচ্ছে আউট অফ আফ্রিকা বা আফ্রিকা থেকে বহির্গমন অনুকল্প যার সারকথা হচ্ছে আমরা আফ্রিকাতে উদ্ভূত হওয়ার পর আনুমানিক ৫০,০০০-১০০,০০০ বছর পূর্বে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির সময়টাতেই এশিয়া থেকে হোমো ইরেক্টাস এবং ইউরোপ থেকে নিয়ানডার্টালরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আরেকটি ভিন্ন অনুকল্প হচ্ছে আনুমানিক ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে ইরেক্টাস বা এরগ্যাস্টররা আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের উত্তরপুরুষ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবেই আমাদের মানব জাতির উৎপত্তি ঘটেছে তবে ভৌগলিকভাবে পৃথক সেসব হোমো দের মধ্যে অন্তঃপ্রজনন সম্ভব ছিল। প্রতিনিয়তই মানব বিবর্তন সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানা যায়।

বিবর্তন বিশ্লষণ--- বিবর্তন হচ্ছে একটি জীববৈজ্ঞানিক ধারণা যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবের গাঠনিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমপরির্তনকে বুঝায়। কোন জীবের বংশধরদের মাঝে যে জিনরাশি ছড়িয়ে পড়ে তারাই বংশপ্রবাহে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। জিনের পরিব্যক্তির মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট কোন বংশধরে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদিও একটি প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা খুবই সামান্য। কিন্তু কালক্রমে জীবগোষ্ঠীতে সেই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য হয়ে দেখা দেয় এবং এমনকি একসময় তা নতুন প্রজাতির উদ্ভবেরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার দৃশ্যমান বিভিন্ন অঙ্গসাংস্থানিক এবং জিনগত সাদৃশ্যগুলো একটা ধারণা দেয় যে আমাদের পরিচিত সকল প্রজাতির প্রাণীই এক ধারাক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ধীরে ধীরে উৎপত্তি লাভ করেছে।বিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে বংশপরম্পরায় জিনের সঞ্চারণ। যা একটি জীবের বংশগতভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য দায়ী তা-ই জিন। এই জিনগুলোর বিভিন্নতার কারণে একটি জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য বা প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

বিবর্তন মূলত দুটি বিপরীত নিয়ামকের ফলঃ একটি প্রক্রিয়ায় ক্রমাগতভাবে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয় আর অন্যটির প্রভাবে এই প্রকরণগুলোর কোন কোনটির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোনটির সংখ্যা হ্রাস পায়। নতুন প্রকরণ উৎপন্ন হয় দুটি প্রধান উপায়েঃ ১। জিনগত মিউটেশন বা পরিব্যপ্তির মাধ্যমে এবং ২। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বা প্রজাতির মধ্যে জিনের স্থানান্তরের মাধ্যমে। জিনেটিক রিকম্বিনেশনের মাধ্যমেও নতুন বৈশিষ্ট্যসূচক জিন তৈরি হয় যা জীবগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রকরণ বৃদ্ধির অন্যতম কারন।দুটি প্রধান করণকৌশল নির্ধারণ করে কোন একটি ভ্যারিয়্যান্টের সংখ্যা বাড়বে কি কমবে। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে একদিকে একটি জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্য বা ভ্যারিয়্যান্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কালক্রমে তা ওই জীবগোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে ক্ষতিকর বা কম সুবিধাদায়ক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভ্যারিয়্যান্টদের সংখ্যা হ্রাস করে ফলে সেই ভ্যারিয়্যান্টগুলো ধীরে ধীরে বিরল হয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সদস্যগুলো অধিককাল বেঁচে থাকে এবং অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারে। ফলে বংশপরম্পরায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশগতভাবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বেশি পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। প্রজন্মান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ছোট ছোট দৈব পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমান্বয়ে জীবগোষ্ঠীতে প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং এভাবে সেই জীবগোষ্ঠী তার পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়। বিবর্তনের আরেকটি প্রধান করণকৌশল হচ্ছে জিনেটিক ড্রিফট; যে স্বাধীন পদ্ধতিতে গোষ্ঠীস্থিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির হার দৈবাৎ পরিবর্তিত হয়। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিবর্তন সংঘটিত হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিবর্তনকে ব্যাখ্যাকারী তত্ত্বগুলোকে তারা যাচাই করে দেখেছেন যে সেগুলোর উন্নয়ন সাধন করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছিল যখন ফসিল রেকর্ড আর প্রাণীবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সময়ের সাথে সাথে জীব প্রজাতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি অস্পষ্ট বা বলতে গেলে অজানাই রয়ে যায় যতদিন না চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই On The Origin Of Species এর মাধ্যমে ডারউইন যখন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রচার করলেন তখনই তা বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। তারও অনেক পরে ১৯৩০সালের দিকে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সাথে মেন্ডেলীয় বংশগতিবিদ্যার মেলবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত হয় বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব যা প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং মেন্ডেলীয় জেনেটিক্সের সাহায্যে সমন্বিতভাবে বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে। সেই শক্তিশালী এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম তত্ত্বটি আজ আধুনিক জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় মূলতত্ত্বে পরিণত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই পৃথিবীতে প্রাণিবৈচিত্র্যের একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে। সে জন্যই জীববিজ্ঞানী এবং বংশগতিবিদ কলম্বিয়া এবং রকফেলার ইউনিভার্সিটি ও ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক থিওডসিয়াস ডবঝানস্কি উল্লেখ করেছেন যে, যেমন বনমানুষ প্রাচীন বিশ্বের মানবাকৃতি স্তন্যপায়ী আরও সুনির্দিষ্টভাবে একটি লেজহীন বনমানুষ যারা জীববিজ্ঞানের সুপারপরিবারের হোমানোইডেয়া অধিগোত্রের অন্তর্গত। এরা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বনমানুষরা সবচেয়ে বড় আকারের স্তন্যপায়ী এবং ওরাং ওটাং যা সর্বৃহত বৃক্ষবাসী প্রাণী। হোমিনয়ডরা ঐতিহ্যগতভাবে বন অধিষ্ঠাতা যদিও শিম্পাঞ্জীদের সমতলভূমিতে দেখা যায় এবং তাছাড়াও তাদের অঙ্গসংস্থানবিদ্যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অস্ট্রেলোপিথেকাসরাও সম্ভবত সমভূমি অধিবাসীরা ছিল। মানুষকে প্রায় সব স্থলজ বাসস্থান বসবাস করতে দেখা যায়।হোমানোইডেয়া প্রজাতি বাসকারীর দুই পরিবারের রয়েছেঃ হ্যালোবাটিডায় গোত্রের ৪টি গণ এবং ১৬টি দীর্ঘ বাহু বানর বিশেষ প্রজাতি রয়েছে। তাদেরকে সাধারণত অপরিণত বনমানুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।হোমিনিডেই ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বোনোবো এবং মানবের গঠিত। অথবা, হোমিনিডেই পরিবার সমষ্টিগতভাবে বড় বনমানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়।ওরাং ওটাং গোত্রের দুইটি অদ্যাপি প্রজাতি, গরিলা গোত্রের দুইটি প্রজাতি এবং মানব গোত্রের একটি একক হোমো স্যাপিয়েন্স অদ্যাপি প্রজাতি রয়েছে। ওরাং ওটাং একজাতীয় লেজবিহীন বানরবিশেষ। তাদের শরীরে লাল কিংবা বাদামী বর্ণের লোম থাকে। পৃথিবীতে মাত্র দুই প্রজাতির ওরাং ওটাং দেখা যায়। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বনাঞ্চলে তাদের আবাসস্থল। বর্তমানে খুব কমসংখ্যক ওরাং ওটাং রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়াই তার প্রধান কারণ। সিঙ্গাপুর চিড়িয়াখানায় ওরাং ওটাংকে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে।ওরাং-ওটাং নামটি দুটি মালয় শব্দ ওরাং এর অর্থ ব্যক্তি এবং হুটান এর অর্থ বন শব্দ থেকে এসেছে যার সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় বনের ব্যক্তি বা বনের মানুষ বা বনমানুষ। এরা যেমন লম্বা তেমন শক্তিশালীও। এরা খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে গাছে চড়তে পারে। তবে সুমাত্রা এলাকার ওরাং ওটাংগুলো বোর্নিয়ার ওরাং ওটাংয়ের তুলনায় আকারে ছোট এবং লোম অধিক ঘন। ব্যাপক সংখ্যায় বন নিধনের প্রেক্ষাপটে তাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং বিপন্ন প্রজাতির তালিকার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। গরিলা হচ্ছে প্রাইমেটদের মধ্যে আকৃতিতে বৃহত্তম।এরা প্রাইমেট পরিবারের এক ধরণের তৃণভোজী মাটিতে বসবাসরত প্রাণী। এদের বাস আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলে।গরিলাদেরকে দুইটি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়। মানুষের সাথে গরিলার ডিএনএ-এর প্রায় ৯৭-৯৮ শতাংশ মিল রয়েছে। শিম্পাঞ্জিদের পরে এরাই মানুষের নিকটতম সমগোত্রীয় প্রাণী।গরিলারা নিরক্ষীয় বা উপনিরক্ষীয় বনাঞ্চলে বাস করে। পাহাড়ী গরিলা আফ্রিকার আলবার্টাইন রিফ পর্বতে বাস করে, সমুদ্রসমতল হতে যে এলাকার উচ্চতা প্রায় ২২২৫ হতে ৪২৬৭ মিটার। সমতলের গরিলারা ঘন জঙ্গলে বাস করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

16-11-25.pmd 1 17-11-2025, 01:26

রবিবার আগরতলায় ছোট শিশুদের নিয়ে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বিজেপি টিকিট না পেয়ে আত্মহত্যা তিরুঅনন্তপুরমে আরএসএস কর্মীর

তিরুঅনন্তপুরম, ১৬ নভেম্বর : তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপি টিকিট না পাওয়ায় আত্মহত্যা করেছেন এক আরএসএস কর্মী।নিহতের নাম আন্নাদ কে থাম্পি (৩৫), তিনি ত্রিক্কান্নাপুরম এলাকার বাসিন্দা এবং তিরুঅনন্তপুরম কর্পোরেশনের ত্রিক্কান্নাপুরম ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আশা করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় আন্নাদ তার বাড়ির পিছনে একটি শেডে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার বন্ধুদের কাছ থেকে একটি উদ্বেগজনক মেসেজ পাওয়ার পর তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি।

পুলিশের ভাষ্যমতে, আন্নাদ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যখন জানতে পারেন তার নাম বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

টিকিট না পাওয়ার পর তিনি সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। শনিবার দুপুরে তিনি তার বন্ধুদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠান, যেখানে তিনি বিজেপি এবং আরএসএস কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ করেন এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মেসেজে আন্নাদ দাবি করেন, তিনি আরএসএস কর্মীদের কাছে তার প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, কিন্তু স্থানীয় কিছু নেতার স্বার্থের কারণে টিকিট পাননি, যারা একটি বালু চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত।

এছাড়া, তিনি লিখেছিলেন যে, স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বেশ কিছু বন্ধু তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে, যা তার মানসিক অবস্থা আরও খারাপ করে তোলে।

আন্নাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একটি সুইসাইড নোটে একই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছে। আন্নাদ লিখেছেন, 'একটি জমি মহাফিয়া গ্যাং আরএসএস এবং বিজেপি-কে নিয়ন্ত্রণ করছে' এবং তিনি অভিযোগ করেছেন যে ওই ওয়ার্ডে প্রার্থী হিসেবে জমি মহাফিয়া গ্যাংয়ের সদস্য ভিনোদ কুমারকে দাঁড় করানো হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, বিজেপি এবং আরএসএস কর্মীদের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে 'আরএসএস কর্মী হিসেবে জীবনযাপন তাকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে গেছে'। তিনি তার শরীরের কাছে বিজেপি এবং আরএসএস কর্মীদের আসতে নিষেধ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, আর কেউ তার মতো পরিস্থিতির শিকার হবে না।

স্থানীয় বিজেপি নেতারা তার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, আন্নাদ কখনোই তাদের কাছে টিকিট চেয়ে আবেদন করেননি এবং তার মৃত্যু প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, তিনি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এবং জেলা নেতারা তাকে জানিয়েছেন যে আন্নাদের নাম ওই ওয়ার্ডের প্রার্থী তালিকায় ছিল না।

তবে তিনি বলেন, দল এই ঘটনার তদন্ত করবে এবং আন্নাদের উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগগুলিও পর্যালোচনা করা হবে।

এদিকে, শিবসেনা নেতারা দাবি করেছেন যে, আন্নাদ বিজেপি টিকিট না পাওয়ার পর তাদের কাছে সমর্থন চেয়ে এসেছিলেন। তারা জানান, শিবসেনার নেতারা শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে তার হোটেলে সাক্ষাৎ করেন এবং এরপর আন্নাদ শিবসেনায় যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন। শনিবার সকালে তিনি প্রচারণা শুরু করেন।

পুলিশ এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে এবং আন্নাদের আত্মহত্যার কারণ নিয়ে একটি মামলা রুজু করবে, বলেছে কর্মকর্তারা।

ছত্তীসগঢ়ের সুকমায় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মাওবাদীদের সংঘর্ষে তিন মাওবাদী নিহত

সুকমা, ১৬ নভেম্বর : ছত্তীসগঢ়ের সুকমা জেলার তুমালপদ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘর্ষে তিন মাওবাদী নিহত হয়েছে। পুলিশের মতে, জেলা রিজার্ভ গার্ড এর একটি দল মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পাওয়ার পর তুমালপদ বনাঞ্চলে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করতে যায়। আজ সকাল থেকে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে একাধিক সময়ে গোলাগুলি চলছিল।

এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে তিন মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত মাওবাদীদের মাথায় মোট ১৫ লাখ রুপি পুরস্কার ছিল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে একটি .৩০৩ রাইফেল, ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার, অন্যান্য অস্ত্র এবং বিস্ফোরক রয়েছে।

সুকমা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ চাভান জানান, 'এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী গোলাগুলির ঘটনা ছিল, যেখানে নিহত তিন মাওবাদীর মধ্যে দুটি নারী মাওবাদীও রয়েছেন।' নিহত মাওবাদীদের মধ্যে মাদভি দেবা, পোধিয়াম গাঙ্গি ও সোধী গাঙ্গি (সবাই নারী) পরিচিত। প্রতিটি নিহত মাওবাদীর মাথায় ৫ লাখ রুপি পুরস্কার ছিল। মাদভি দেবা, যিনি কন্টা এলাকার মাওবাদী কমিটির একজন বিশেষজ্ঞ স্নাইপার ছিলেন, বেশ কয়েকটি নিরীহ নাগরিক হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পট্টিলিংম জানান, 'বস্তার অঞ্চলে নকশালবাদ এখন তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মাওবাদী সদস্যদের আর কোনো পথ নেই, তারা শুধুমাত্র সহিংসতা পরিহার করে সরকারের পুনর্বাসন নীতিতে যোগ দিতে পারে।'

এ বছর এখন পর্যন্ত বস্তার অঞ্চলে ২৩৩ মাওবাদী নিহত হয়েছে, এর মধ্যে ২৭টি গুলি চট্টগ্রাম জেলার গারি বান্দ এলাকায়, এবং ২টি মওলা-মেনপুর-আমবাঘ চৌকি এলাকায় ঘটেছে।

গত মাসে প্রায় ৩০০ মাওবাদী ছত্তীসগঢ়ে আত্মসমর্পণ করেছে এবং মাওবাদী নেতা মালোজুলা ভেনুগোপাল রাও (ভূপতি) সহ ৬০ জন মাওবাদী মহারাষ্ট্রের গাদচিরোলি জেলার আত্মসমর্পণ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে নকশালবাদ মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে।

বিশ্বব্যাংক থেকে ১৪,০০০ কোটি টাকা নির্বাচন পূর্বে নারী ভাতার জন্য ব্যবহার: প্রশান্ত কিশোরের দলের বড় অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : প্রশান্ত কিশোরের দল অভিযোগ করেছে যে, বিহার সরকার নির্বাচন পূর্বে নারী ভোটারদের ১০,০০০ টাকা করে নগদ প্রদান করতে বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ১৪,০০০ কোটি টাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করেছে। দলের দাবি, এটি একটি অসতর্ক এবং অশোভন প্রচেষ্টা ছিল, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনগণের ভোট কিনে নেওয়ার চেষ্টা।

'জন সুরাজ' দলের মতে, বিহার সরকারের এই পদক্ষেপটি ছিল 'সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকৃত করার এক স্পষ্ট চক্রান্ত' এবং তারা এর বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

নিতীশ কুমারের সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায়' অন্তর্ভুক্ত ১.২৫ কোটি নারী ভোটারদের প্রতি ১০,০০০ টাকা করে নগদ বিতরণ করেছিল, যা নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হয়। এই পদক্ষেপটি বিভিন্ন বিশ্লেষকদের মতে, এনডিএ-এর নির্বাচনী বিজয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জন সুরাজ দলের জাতীয় সভাপতি উদয় সিং বলেন, 'এই নির্বাচনের ফলাফল কার্যত কেনা হয়েছে। ২১ জুন থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। জনগণের ভোট কিনে নেওয়া হয়েছে। আমি শুনেছি যে, বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই নগদ বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'বিহারের অর্থনীতি এত বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা রাখে না, এবং নির্বাচনের পর এখন সরকারি কোষাগারে তেমন কোনো অর্থ নেই, যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।'

জন সুরাজ দলের মুখপাত্র পবন ভার্মা এই অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'আমাদের কাছে কিছু তথ্য এসেছে, যা ভুলও হতে পারে, যে ১০,০০০ টাকা মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল তা ২১,০০০ কোটি টাকার অংশ ছিল, যা বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অন্য একটি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল। নির্বাচনের নৈতিক আচরণের কোড শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে এই ১৪,০০০ কোটি টাকা তুলে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি এটি সত্যি হয়, তবে প্রশ্ন উঠছে, এটা কতটা নৈতিক? হয়তো আইনগতভাবে কিছু করা যাবে না, কারণ সরকার তহবিল স্থানান্তর করতে পারে এবং পরে ব্যাখ্যা দিতে পারে। তবে পরবর্তী নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে।'

এছাড়াও, পবন ভার্মা জানান যে, বিহারের পাবলিক ডেট এখন ৪.০৬ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছেছে এবং প্রতিদিন সুদের বোঝা ৬৩ কোটি টাকা। তিনি বলেন, 'রাজস্ব কোষাগার এখন শূন্য অবস্থায়, আগামীতে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তেমন কিছু নেই।'

নতুন গঠিত জন সুরাজ পার্টি, যার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাচনী কৌশলী থেকে রাজনীতিক প্রশান্ত কিশোর, ২০২৫ বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একটিও আসন জিততে ব্যর্থ হয়। তারা ২৩৮টি আসনে নির্বাচন করলেও কোনো আসন পায়নি। অন্যদিকে, এনডিএ নির্বাচনে ২০২টি আসন পেয়ে বিপুল জয় অর্জন করে। বিজেপি ৮৯টি আসন নিয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে, এবং জেডি(ইউ) ৮৫টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে নির্বাচনে সফল হয়। এদিকে, আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন ব্যাপক পরাজয়ের মুখে পড়ে, যেখানে আরজেডি মাত্র ২৫টি আসন পেয়েছে, যা তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল পারফরম্যান্স। কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসনে সীমাবদ্ধ থাকে।

উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র জেলার পাথর খনিতে দুর্ঘটনা, এক নিহত, ১৫ জন আটকে আছেন

সোনভদ্র, ১৬ নভেম্বর : গত শনিবার সন্ধ্যায় সোনভদ্র জেলার বিউলি মার্কুন্ডি গ্রামে অবস্থিত কৃষ্ণ মাইন্স পাথর খনির একটি অংশ ধসিয়ে পড়ে, যার ফলে বেশ কয়েকজন শ্রমিক ধসের তলায় আটকে পড়েন। প্রথম খবর অনুযায়ী, অন্তত একজন নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ১৫ জন শ্রমিক এখনও আটকে আছেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকারী দলগুলো ঘটনাস্থলে কাজ করছে এবং এখন পর্যন্ত এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং মির্জাপুর থেকে রাজ্য বিপর্যয় প্রতিকার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

এক সরকারি কর্মকর্তা মিডিয়াকে জানান, 'কৃষ্ণ মাইন্স খনির একটি দেওয়াল হঠাৎ ধসে পড়ে, যা শ্রমিকদের আটকে ফেলে। কিছু শ্রমিক ধসের নিচে আটকে পড়ে থাকতে পারে।' স্থানীয়দের মতে, দুর্ঘটনার সময় অন্তত ১০ জন শ্রমিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একটি সাক্ষী জানান, 'শিলা কাটার জন্য মেশিন ব্যবহার করে গর্ত খোঁড়ার কাজ চলছিল, হঠাৎ একটি শিলা ফেটে পড়ে এবং ধসিয়ে যায়।'

উদ্ধারকাজ চলছে এবং যথাযথ পরিস্থিতি ধসের অপসারণের পরই স্পষ্ট হবে, আরও জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং উদ্ধারকাজ মনিটর করছেন। ঘটনাস্থলের দৃশ্যের ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পাথর খনি ধসের পরে উদ্ধারকারী দল ধসের মধ্যে কাজ করছে। প্রায় ১০ জন আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী এবং স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জীব কুমার গন্ডও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করেছেন।

অসম মন্ত্রী আশোক সিংহালের "ফুলকপি চাষ" পোস্টে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : অসমের মন্ত্রী আশোক সিংহালের "ফুলকপি চাষ" সম্পর্কিত পোস্ট নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী যখন একটি ছবি শেয়ার করেন, সেখানে কৌতুকের সুরে 'ফুলকপি চাষ' নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সেটি বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের মধ্যে আলোচনার ঝড় তোলে। পরে, এই পোস্টে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের প্রতিক্রিয়া আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

একজন ব্যবহারকারী সিংহালের পোস্টের নিচে মন্তব্য করে বলেন, 'একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে এটি অত্যন্ত অদ্ভুত, যিনি ১১৬ মুসলমানের গণহত্যার প্রশংসা করে একটি নির্বাচনী জয়ের উদযাপন করছেন।' সেই ব্যবহারকারী থারুরকে ট্যাগ করে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি কিছু প্রভাবশালী হিন্দু নেতাকে এই গণহত্যার "সাধারণীকরণ" এর নিন্দা করতে বলতে পারবেন?'

এই পোস্টের পর, শশী থারুর একটি প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বলেন, 'আমি কোনও সম্প্রদায়িক সংগঠক নই, তাই যৌথ বিবৃতি দেওয়া আমার কাজ নয়। তবে, আমি একজনীজ্জদ্রত্বনন্ডহ্ন্তত্রজ্জদ্রত্ব্থ-এর উজ্জীবিত সমর্থক এবং গর্বিত হিন্দু হিসেবে বলতে পারি, আমার বিশ্বাস বা আমাদের জাতীয়তাবাদ কখনও এমন গণহত্যাকে প্রয়োজনীয়তা, যুক্তি বা সমর্থন জানায় না, বরং এর প্রশংসা করার প্রশ্নই ওঠে না।'

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা দাবি করেন যে, সিংহালের শেয়ার করা ছবি আসলে 'ফুলকপি চাষ কবরের ঘটনা' বা লোগাইন গণহত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৮৯ সালে ভাগলপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লোগাইন গ্রামে ১১০ জনেরও বেশি মুসলমান নিহত হন এবং তাদের দেহগুলো যেখানে দাফন করা হয়েছিল, সেখানে গোবির চারা লাগানো হয়। এই ঘটনা এখনও বিহারের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

যদিও থারুর তার মন্তব্যে বলেছেন যে, তার বিশ্বাস কখনও এমন গণহত্যাকে সমর্থন করে না, তবে এক ব্যবহারকারী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি এই "গোবি চাষ" পোস্টটি নিন্দা করেছেন?'

থারুর পাল্টা উত্তর দিয়ে বলেন, 'এটা ঠিক আমি কী করেছি! আমি এটি নিন্দা করেছি।'

এই বিতর্কের ফলে রাজনৈতিক মহলে নতুন এক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। আশোক সিংহালের 'ফুলকপি চাষ' সম্পর্কিত পোস্ট এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া অনেকেই একটি বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন হিসেবে দেখছেন, বিশেষ করে ভারতে ধর্মীয় সংহতি এবং রাজনৈতিক মন্তব্যের ক্ষেত্রে।

জাতীয় প্রেস দিবস আজ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বপালন উদযাপিত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : আজ, ১৬ই নভেম্বর, জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হচ্ছে, যা প্রতিবছর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরতে উদযাপিত হয়। এই দিনটি ১৯৬৬ সালে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে চিহ্নিত।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রেস কাউন্সিল একটি স্বাধীন নৈতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করছে, যা সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রাখতে এবং সংবাদমাধ্যমকে বাইরের প্রভাব এবং হুমকি থেকে রক্ষা করতে নিবেদিত।

এ বছর, দিবসটির প্রতিপাদ্য 'বাড়ানো মিথ্যা তথ্যের মধ্যে প্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা'। এটি সঠিক এবং নৈতিক প্রতিবেদনের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলছে, যা দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার প্রতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা, সাংবাদিকতার মান বজায় রাখা, এবং মিডিয়ার সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে কাজ করছে। জাতীয় প্রেস দিবস শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের অর্জন উদযাপন করে না, বরং এটি সংবাদমাধ্যমের উপর থাকা দায়িত্বও পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। এটি একটি আরো অবহিত এবং স্বচ্ছ সমাজ নির্মাণে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং শক্তি বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে।

আজকের দিনে, নাগাল্যান্ডে কোহিমা প্রেস ক্লাব একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যেখানে স্থানীয় সাংবাদিক, মিডিয়া পেশাজীবী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা একত্রিত হয়ে গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা উদযাপন করবেন।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেপিহু রিও এই উপলক্ষে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি সাংবাদিকদের ও মিডিয়া সদস্যদের গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অবহিত সমাজ গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করেছেন এবং স্বাধীনতা রক্ষায় সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আজ জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেন, 'স্বাধীন, নির্ভীক এবং তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতা শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি।' তিনি আরও বলেন, 'সাংবাদিকতা জনসাধারণের সত্যিকারের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে, শাসন ব্যবস্থাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিনও জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে বার্তা দিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, 'গণতন্ত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে প্রেসকেই থাকতে হবে শক্তিশালী এবং স্বাধীন।'

তিনি সাংবাদিকদের প্রশংসা করেন যারা কেন্দ্র সরকারের শাসনাধিকার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসীভাবে প্রতিবাদ করছেন।

রাষ্ট্রীয় সংসদের বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খার্জে আজ জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি একটি পোস্টে বলেন, 'সংবাদমাধ্যমকে তার দায়িত্ব সাহসিকতা, সততা এবং স্বাধীনতার সাথে পালন করতে হবে, কোন ভয় বা পক্ষপাত ছাড়া।'

খার্জে আরও বলেন, 'একটি স্বাধীন প্রেস কখনোই সরকারের পক্ষের পক্ষপাতী নয়; এর কাজ হলো সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপের প্রশ্ন তোলা এবং তাদের জবাবদিহি করা, কারণ এটাই গণতন্ত্রের মূলসুর।'

তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ পর্যন্ত জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে কোনো শুভেচ্ছা বা বার্তা প্রকাশ করেননি।

জাতীয় প্রেস দিবস সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সঠিক সাংবাদিকতা এবং গণতন্ত্রে তার অপরিহার্য ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার দিন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সংবাদমাধ্যম শুধু সমাজের দর্পণ নয়, বরং এটি জনগণের কণ্ঠস্বর, শাসন ব্যবস্থার প্রতি এক কঠোর ও দায়িত্বপূর্ণ সমালোচক, যা গণতন্ত্রকে জীবন্ত রাখে।

বিজ্ঞপ্তি

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আসন্ন রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব ২০২৫ আয়োজনের লক্ষ্যে রাজ্যের ইচ্ছুক নাট্যদলের কাছ থেকে গত ২৩/১০/২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নাটকের স্ক্রিপ্ট আহ্বান করা হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ৫১টি নাটকের স্ক্রিপ্ট জমা পড়ে। পরবর্তী ধাপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষক কমিটির পর্যবেক্ষণে ৩৩টি নাট্য দলের নাটকের স্ক্রিপ্ট বাছাই করা হয়েছে, যারা আসন্ন রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব ২০২৫ এ অংশ গ্রহন করতে পারবেন। আবেদনকারী নাট্যদলগুলি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য http://ca.tripura.gov.in - এ ওয়েব সাইটে দেওয়া নির্দিষ্ট Notification থেকে জানতে পারবেন।

- এখানে উল্লেখ্য রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব -২০২৫ আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ (আনুমানিক) নাগাদ গোমতী জেলায় আয়োজিত হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাছাই কৃত দলগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ICA/D-1355/25

অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

রবিবার আগরতলায় একদিবসীয় যোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দিন

উচ্চ রক্তচাপ শুধু বয়স্কদের অসুখ নয়, শিশু-কিশোরদেরও হয়ে থাকে। তাই শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ তা না হলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ? শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ এ দুটো শব্দ যেন একসাথে মানায় না। উচ্চ রক্তচাপ যেন শুধু বয়স্কদের অসুখ--- এমনটা মনে করেন অনেকেই। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বলেন গ্যোটিংসেন শহরের শিশু বিশেষজ্ঞ। তাদের কথায় শিশু কিশোরদের মধ্যে চার থেকে পাঁচ ভাগেরই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তবে তা বেশিরবাগ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। গুরুত্ব দেয়া হয় এক গবেষণায়। শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। যদিও এর ফলে শিশুদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। অসুখের দিক দিয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক — এই দুটোই সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। স্কুলের স্ট্রেট আগে শোনা যেত স্ট্রেস শুদু বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আজকের দিনে সেটা আর ঠিক নয়। কারণ বাচ্চাদের স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতার যুদ্ধ, যার পলে ওদেরও থাকেপ্রচন্ড মানসিক চাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণই যে হলো মানসিক চাপ। খেলাধূলার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন পড়াশুনা বা স্কুলেড অন্যান্য চাপের পাশাপাশি খেলাধূলা, গান বাজনা বা কোনো হবি থাকা। যাতে শিশু, কিশোর কিশোরীরা তাদের রাগ, দুঃখ, কষ্ট ভুলে গিয়ে মাথাটাকে পুরোপুরি অন্যদিকে ঘোরাতে পারে। খাওয়া দাওয়া— শিশু কিশোররা খেতে পছন্দ করেন পিজা, তেলে ভাজা ফ্রেঞ্চফ্রাই বা এধরনের নানা খাবার। এসব খাবারে থাকে প্রচুর তেল এবং লবণ। তাছাড়া কফিন সহ এনার্জি ড্রিংক বা মিষ্টি পানীয়ও অল্প বয়সীদের বেজায় পছন্দ। উচ্চ রক্তচাপ সহজে বোঝা যায় না শিসু কিশোরদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সেভাবে বোঝা যায় না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে নাক য়ে রক্ত পড়া, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে দেখা দেয়। নিজের সন্তানের এ ধরনের পরিবর্তন দেখলে মা বাবার সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত ওজন— অনেক সময় বংশগত ধারাকে উপেক্ষা করার উপায় থাকে না--- তা উচ্চ রক্তচাপই হোক বা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাই হোক। তাই যাদের মা বাবার অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চ রক্তচাপে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ধমনির কাঠিন্য কার্ডিওলজিস্টরা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের চেয়েও ধমনির কাঠিন্য বা সমস্যা থেকে হৃদরোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে ধমনি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। তাছালা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ধূমপান, ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য অসুখও।

কিডনি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় —উচ্চ রক্তচাপের ফলে অনেকের কিডনি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকমটা হলে সারা জীবনের জন্য ডায়ালিসিসের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অথবা নিতে হয় কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ঝুঁকিও। ওষুধ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ওষুধ সেবনও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে হাইপার অ্যাকটিভ, অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল বা অশান্ত ছটফটে বাচ্চাদের কথা। বহুক্ষেত্রে তাদের যে সমস্ত ওষুধ দেয়া হতে থাকে, তা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। রক্তচাপ মাপা প্রয়োজন যেসব বাচ্চার কিডনি, ইউরিনারি নালী এবং আয়োডিনের সমস্যা রয়েছে অথবা যারা হার্টে খুঁত নিয়ে জন্মেছে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত চাপ মাপা প্রয়োজন। এই পরামর্শ দিয়েছেন জার্মানির বিশেষজ্ঞ। কিছু নিয়ম— নিয়মিত শরীরচর্চা অনেক রোগ ব্যাধিকে দূরে রাখে। তাই শৈশবেই শরীর চর্চা ও সুষম খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে যথেষ্ট কলা, বিভিন্ন বাদাম, আলু ইত্যাদি। অন্যদিকে, লবণ জাতীয় খাবারকে না বলা দরকার। স্ট্রেস এড়িয়ে যোগ ব্যায়াম ও বিনোদনমূলক কোনো ব্যায়াম করাও যেতে পারে। তার সঙ্গে অবশ্যই নিজেকে ধূমপান এবং ধূমপায়ীদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে।

হাঁটুর ব্যথা কমাতে পারে

খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার যোগ করে আর কিছু খাবার বাদ দিয়ে হাঁটুর ব্যথা কমানো যেতে পারে।দাঁড়াতে, বসতে, হাঁটতে, সাইকেল চালাতে- এরকম বেশিরভাগ কাজের জন্যই হাঁটুর ওপর জোর দিতে হয়। আর হাঁটুতে সামান্য একটু ব্যথাও শারীরিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে আসে স্থবিরতা। ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমানোর পদ্ধতি ছাড়াও কিছু খাবার রয়েছে যা খাদ্যতালিকায় যোগ করে কিংবা বাদ দিয়ে বিভিন্ন কারণে হওয়া হাঁটুর ব্যথা সহনীয় মাত্রায় রাখা যায়।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে হাঁটুর ব্যথা কমাতে সক্ষম এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানান হল।গাজর: কমলা বর্ণের সবজি বেটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এবং এতে আছে ভিটামিন এ, যা খুব শক্তিশালি প্রদাহনাশক যৌগ সমৃদ্ধ। তাই হাঁটুর ব্যথা কমাতে গাজর খাওয়া যেতে পারে প্রতিদিন। আর এটা প্রাচীন চাইনিজ প্রতিকারক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। গাজর খাওয়ার ভালো উপায় হল রান্না করে খাওয়া। তবে কাঁচাও খাওয়া যায়। হাঁটুর ব্যথা কমাতে দৈনিক দুইটা করে গাজর খাওয়া ভালো। হলুদ: রয়েছে কারকিউমিন নামক উপাদান যা প্রদাহনাশক। তাই নিয়মিত হলুদ খেলে ব্যথা হ্রাস পায়। তাছাড়া ব্যথানাশক হিসেবে আইবোপ্রোফেন ঘরানা ওষুধের সঙ্গে এর কার্যকারিতার মিল রয়েছে। অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: হাঁটুর ব্যথা কমাতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খুব ভালো কাজ করে। এটা পান করে ও ব্যথাক্রান্ত স্থানে ব্যবহারও ব্যথা উপশম করা যায়। দৈনিক দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার পান করা হলে তা শরীর থেকে প্রদাহ সৃষ্টীকারী বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। একই ফলাফল পেতে এক সপ্তাহ জলপাইয়ের তেল ও অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এক সঙ্গে মিশিয়ে হাঁটুতে মালিশ করুন। আদা: হাঁটুর ব্যথা দূর করতে আদা খাওয়া ও মালিশ করা উপকারী। এর জিঞ্জেরল নামক উপাদান উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রদাহনাশক। এছাড়াও, গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওষুধ হিসেবে আদা খাওয়া হলে তা ওষুধের চেয়ে ভালো কাজ করে। আদা মজাদার খাবার তৈরিতে এবং চা বানাতেও ব্যবহার করা যায়। হাঁটুর ফোলা অংশে 'প্রিমেইড' আদার তেল ব্যবহার করে ব্যথা দূর করা যায়। গোটা শষ্য: গোটা বা আস্ত শষ্য খাওয়া প্রদাহের কারণে হওয়া ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। অন্যদিকে পরিশোধিত শষ্য প্রদাহ বাড়ায়। সাদা রুটিতে শষ্যের মূল তিনটি উপাদান থাকে না। তাই লাল চাল, ওটমিল, বার্লি এই ধরনের শষ্যের খাবার খাওয়া উপকারী। সরিষার তেল: সরিষার তেলের সঙ্গে জলপাই বা নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যথার ওপর মালিশ করলে অনেকটাই আরাম মিলবে। সরিষার তেল খাবারে স্বাদ বাড়ায় এবং ব্যথাক্রান্ত স্থানে রক্ত প্রবাহ বাড়ায়। এতে প্রদাহ কমে। ভালো ফলাফল পেতে পেঁয়াজ ও রসুনের সঙ্গে সরিষার তেল মিশিয়ে খান। এগুলো অ্যালিসিন সমৃদ্ধ যা প্রদাহ কমাতেও সহায়তা করে। ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার: হাঁটুর ব্যথা কমাতে লাল মরিচ, লেবু, কমলা, মালটা ভালো কাজ করে। এগুলোতে আছে ভিটামিন সি। এটা কোলাজেন বৃদ্ধি করে যা, সংযোগস্থলে কাঠামোর সৃষ্টি করে এবং পেশির সঙ্গে হাড় সংযুক্ত করে। এটা এটা হাঁটুর সঙ্গে সংযুক্ত 'টেন্ডন', 'কার্টিলেজ' ও 'লিগামেন্টের'য়ের ব্যথা কমায়। সরাসরি ব্যথার ওষুধ না খেয়ে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া হাঁটুর ব্যথ কমাতে সহায়তা করে।

দৈনন্দিন খাবারে প্রোবায়োটিক রাখুন, শরীর থাকবে ভালো

জীবাণু শুনলেই আমরা সাধারণত রোগের কথা ভাবি, কিন্তু সব জীবাণু ক্ষতিকর নয়। সঠিক জায়গায় সঠিক জীবাণু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রোবায়োটিক হল এমন জীবিত, উপকারী অণুজীব, যা আমাদের শরীরে, বিশেষ করে অন্ত্রে, প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে প্রোবায়োটিক অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই প্রতিবেদনে আমরা প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাদ্য উৎস এবং এর স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন প্রোবায়োটিক কী? প্রোবায়োটিক হল জীবিত ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট, যা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এগুলো অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে, যা হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসে বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে কিছু প্রধান প্রোবায়োটিক খাদ্য উৎসের বিবরণ দেওয়া হল:

১. দই— দই প্রোবায়োটিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য উৎস। এটি পাস্তুরাইজড দুধ থেকে তৈরি হয়, যা ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং বিফিডোব্যাকটেরিয়ার মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া দিয়ে গাঁজানো হয়। দই প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ, যা পেশী ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, দই শিশুদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক-জনিত ডায়রিয়া কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত দই খাওয়া অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

মুদিখানা

২. মাখন দুধ (ছোলা)— ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তানে মাখন দুধ বা ছোলা একটি ঐতিহ্যবাহী পানীয়। এটি মাখন তৈরির পর অবশিষ্ট তরল থেকে প্রস্তুত হয়। ছোলা প্রোবায়োটিক, খনিজ এবং ভিটামিন বি সমৃদ্ধ। এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং গ্রীষ্মকালে শরীরকে হাইড্রেট রাখতে সহায়ক। ছোলা কম ক্যালোরিযুক্ত এবং হজমজনিত সমস্যা, যেমন ফোলাভাব, কমাতে সাহায্য করে।

৩. আচার--- ভারতীয় আচার প্রোবায়োটিকের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎস। এটি সাধারণত সমুদ্রের লবণ এবং জল দিয়ে গাঁজানো হয়, যা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঘটায়। আচারে ক্যালোরি কম, তবে ভিটামিন কে এবং সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি। এটি হজমশক্তি উন্নত করে এবং অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে, অতিরিক্ত লবণের কারণে আচার সংযতভাবে খাওয়া উচিত। ৪. পনির— কিছু ধরনের পনির, বিশেষ করে নরম পনির যেমন চেডার, মোজারেলা এবং সুইস, গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ। এই পনিরগুলোতে ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং বিফিডোব্যাকটেরিয়ার মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে, প্রক্রিয়াজাত পনিরে প্রোবায়োটিক থাকে না, তাই কেনার সময় লেবেল পরীক্ষা করা জরুরি। ৫. কিমচি— কিমচি হল কোরিয়ান গাঁজনযুক্ত খাবার, যা বাঁধাকপি এবং মুলা থেকে তৈরি। এটি ল্যাকটোব্যাসিলাস কিমচি এবং অন্যান্য ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ, যা হজমশক্তি উন্নত করে। কিমচি ভিটামিন এ, সি এবং কে সমৃদ্ধ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা প্রদাহ কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রোবায়োটিকের স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রোবায়োটিক আমাদের শরীরের জন্য বহুমুখী সুবিধা প্রদান করে। নিচে এর কিছু প্রধান উপকারিতা উল্লেখ করা হল:

১. হজমশক্তি উন্নতি: প্রোবায়োটিক ডায়রিয়া, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক- জনিত ডায়রিয়া, কমাতে সাহায্য করে। এটি ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) এবং ক্রোনস ডিজিজের লক্ষণগুলো উপশম করে। ২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রোবায়োটিক অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। এটি সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির ঝুঁকি কমায়। ৩. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি: গবেষণায় দেখা গেছে, অন্ত্র এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে। প্রোবায়োটিক উদ্বেগ, বিষণতা এবং কিছু স্নায়বিক সমস্যার চিকিৎসায় সহায়ক হতে পারে।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন ৪. কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ: ল্যাকটোব্যাসিলাস সমৃদ্ধ প্রোবায়োটিক খাবার খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) এবং মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। ৫. ত্বকের স্বাস্থ্য: প্রোবায়োটিক ত্বকের প্রদাহ, যেমন ব্রণ এবং একজিমা, কমাতে সাহায্য করে। এটি ত্বকের প্রাকৃতিক বাধা শক্তিশালী করে।

প্রোবায়োটিক গ্রহণের সতর্কতা পরিমিত খাওয়া: অতিরিক্ত প্রোবায়োটিক গ্রহণ ফোলাভাব বা পেটে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংযতভাবে খাওয়া উচিত।

মানসম্পন্ন পণ্য নির্বাচন: দই বা পনির কেনার সময় লেবেলে প্রোবায়োটিক স্ট্রেন (যেমন ল্যাকটোব্যাসিলাস) উল্লেখ আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ: দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রোবায়োটিক গ্রহণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রোবায়োটিককে দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় সকালের নাস্তায় দই: সকালে ফল বা মধু দিয়ে দই খাওয়া একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প। ছোলা পানীয়: গ্রীষ্মে ছোলা বা লস্যি পান করুন, যা হাইড্রেশন এবং প্রোবায়োটিক সরবরাহ করে।

আচারের সঙ্গে খাবার: দুপুর বা রাতের খাবারে অল্প পরিমাণে আচার যোগ করুন।

কিমচি সালাদ: কিমচি সালাদ হিসেবে বা সাইড ডিশ হিসেবে খাওয়া যায়। পনির স্ন্যাকস: স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক হিসেবে মোজারেলা বা চেডার পনির খান।

মুদিখানা—প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার, যেমন দই, ছোলা, আচার, পনির এবং কিমচি, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই খাবারগুলো হজমশক্তি উন্নত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসে এই খাবারগুলো বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এবং আধুনিক গবেষণা এদের উপকারিতা প্রমাণ করেছে। তবে, প্রোবায়োটিক গ্রহণের সময় পরিমিতি এবং মানসম্পন্ন পণ্য নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে প্রোবায়োটিক যোগ করে আপনি সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারেন।

পেয়ারা পাতার পুষ্টিগুণ

পেয়ারা, ভারতের গ্রাম-শহরে সহজলভ্য একটি ফল। এর মিষ্টি স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পেয়ারা গাছের পাতা যে স্বাস্থ্যের জন্য এক অমূল্য সম্পদ, তা অনেকেই জানেন না। আমাদের দেশে যখন পেয়ারা পাতা ফেলে দেওয়া হয়, তখন আমেরিকার বাজারে এই পাতা রীতিমতো চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। পেয়ারা পাতার ঔষধি গুণ এবং এর আন্তর্জাতিক চাহিদা নিয়ে আজকের এই প্রতিবেদন।

পেয়ারা পাতার পুষ্টিগুণ

পেয়ারা পাতা (টামিন সি, ফ্ল্যাভোনয়েড, পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য, যা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি বৃদ্ধি, ত্বক ও চুলের যত্ন, এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পাতার নির্যাস ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রিক আলসার, এবং মুখের সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

স্বাস্থ্য উপকারিতা

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: পেয়ারা পাতার চা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এতে থাকা কোয়ারসেটিন এবং ফ্ল্যাভোনয়েড ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত পেয়ারা পাতার চা পান করলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার হয়। হজমশক্তি উন্নতি: পেয়ারা পাতায় থাকা ফাইবার এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান পেটের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, এবং গ্যাসের সমস্যা কমায়। পেয়ারা পাতা ফুটিয়ে সেই জল পান করলে পাচনতন্ত্র সুস্থ থাকে। মুখের স্বাস্থ্য: পেয়ারা পাতা চিবালে বা এর জল দিয়ে কুলি করলে মাড়ির সমস্যা, দাঁত ব্যথা, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ মুখের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

ত্বক ও চুলের যত্ন: পেয়ারা পাতায় থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বলিরেখা কমায় এবং ত্বকের জেল্লা বাড়ায়। এছাড়া, পেয়ারা পাতার জল দিয়ে মাথা ধুলে চুল পড়া কমে এবং চুলের গোড়া মজবুত হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ: পেয়ারা পাতার নির্যাস ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপিন এবং ভিটামিন সি ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

আমেরিকায় পেয়ারা পাতার বাজার আমেরিকায় পেয়ারা পাতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে পেয়ারা পাতার চা, নির্যাস, এবং ক্যাপসুল বাজারে এসেছে। আমেরিকার সুপারমার্কেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পেয়ারা পাতার পণ্য বিক্রি হচ্ছে। এই পাতা চা, ত্বকের যত্নের পণ্য, এবং ঔষধি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমেরিকার স্বাস্থ্য খাদ্য দোকানে পেয়ারা পাতার প্যাকেট ১০ থেকে ২০ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া, পেয়ারা পাতার তেল এবং ক্রিমও ত্বকের যত্নে জনপ্রিয়।

আমেরিকায় পেয়ারা পাতার চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে এর প্রাকৃতিক ঔষধি গুণ এবং পার্শপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম হওয়া অন্যতম কারণ। বিশেষ করে, ডায়াবেটিস রোগী এবং ওজন কমাতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে এর চাহিদা বেশি। এই পাতা আমেরিকায় আমদানি করা হচ্ছে প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে।

ভারতে সম্ভাবনা ভারতে পেয়ারা গাছ প্রায় প্রতিটি গ্রামে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পাতার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনও তেমন শুরু হয়নি। আমেরিকার বাজারে পেয়ারা পাতার চাহিদা দেখে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা এই খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। পেয়ারা পাতা শুকিয়ে, গুঁড়ো করে, বা চায়ের প্যাকেট তৈরি করে রপ্তানি করা যেতে পারে। এতে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে পেয়ারা পাতার ঔষধি ব্যবহার প্রচলিত আছে। অনেকে ডায়রিয়া, দাঁত ব্যথা, এবং ত্বকের সমস্যার জন্য পেয়ারা পাতা ব্যবহার করেন। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পাতার নির্যাস থেকে ওষুধ, চা, বা সৌন্দর্য পণ্য তৈরি করা যেতে পারে। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই খাতে প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।

সতর্কতা ও অপকারিতা

পেয়ারা পাতার উপকারিতা অনেক হলেও অতিরিক্ত ব্যবহারে কিছু সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত পেয়ারা পাতার চা পান করলে পেটে ব্যথা বা ডায়রিয়া হতে পারে। যারা নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন বা নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করেন, তাদের পেয়ারা পাতা ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কীভাবে ব্যবহার করবেন?

পেয়ারা পাতার চা: ৫-৬টি কচি পেয়ারা পাতা জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। এই চা দিনে একবার পান করলে ডায়াবেটিস এবং হজমের সমস্যা কমবে। ত্বকের যত্নে: পেয়ারা পাতা বেটে পেস্ট তৈরি করে মুখে লাগালে ত্বকের দাগছোপ কমে। চুলের যত্নে: পেয়ারা পাতা ফুটানো জল দিয়ে মাথা ধুলে চুল পড়া কমে। পেয়ারা পাতা শুধু একটি ফেলে দেওয়া উপাদান নয়, এটি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমেরিকার বাজারে এর চাহিদা প্রমাণ করে এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের জন্য এটি একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। তাই, পরের বার পেয়ারা পাতা ফেলে দেওয়ার আগে ভেবে দেখুন, এটি আপনার স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কতটা মূল্যবান হতে পারে। সঠিক ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগের মাধ্যমে পেয়ারা পাতা ভারতের জন্য একটি 'সবুজ সোনা' হতে পারে।

নতুন মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবশ্য করণীয় ৫টি কাজ

মা হওয়া মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রতিটি মহিলাই এই স্বপ্ন দেখে থাকেন। তাই গর্ভধারণের ব্যাপারটি তাদের কাছে অনেক বেশিমূল্যবান একটি সময়। গর্ভধারণের সময়টা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই নয় তার আশপাশের সকলের জন্য আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। সঠিক পুষ্টি ও সঠিক নিয়মে কাজ কর্ম হচ্ছে কিনা তা সকলের জানা এবং সব সময় খেয়ালা রাখার দায় দায়িত্ব সকলের। কিন্তু সন্তান জন্মের পরের সময় অনেকেই প্রসূতি মাকে অবহেলা করতে দেকা যায়। নতুন মা হয়ে মহিলারাও সন্তানের খেয়াল রাখতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে পারেন না নিজের প্রতি। কিন্তু এই সময়টাই মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময়েও স্বস্থ্য ঠিক রাখতে সকলের রাখতে হবে বাড়তি একুট খেয়াল। যত্ন নিতে হবে নতুন মায়ের নিজেরও। এতে করে মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ থাকবেন। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ছেড়ে দেবেন না। গর্ভকালীন সময়ে মাকে যেবাবে যে ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন ঠিক তেমনই গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে একই পুষ্টিকর খাবার খাওয়া পরামর্শ দেন তারা। কারণ বাচচাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য একজন মাকে বাড়তি ২০০ থেকে ২২০ ক্যালরি খাবার খেতে হয়। তাই প্রোটিন, ভিটামিন, ফাইবার জাতীয় খাবার অবশ্যই এই ধ্বসময় খাবেন। ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পরিমাণ বালান। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফলমূল এবং শাকসবজির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন। কারণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মায়ের দেহ রাখে সুস্থ, এতে শিশুও সুস্থ থাকে। দেহের ওপর চাপ দিয়ে কাজ করবে না--- মহিলাদের সংসারের অনেক ধরনের কাজ রতে হয়। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে অনেকেই নিজের আগেররুটিনে ফিরে যেতে শরীরে ওপর চাপ ফেলেও কাজ করে থাকেন যা একেবারেই উচিত নয়। কাজ করুন, তবে বুঝে শুনে। মনে রাখবে মায়ের অসুস্থতার প্রভাব বাচ্চার ওপর পরে। ঘন্টা তিনেক ধরে রান্না করারকাজ না করে সহজ ধরনের রান্না করুন, ঘরের কাজের জন্য মায়েদের ওজন বেড়ে যায়। অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মায়েরা চেষ্টা করেন সে ওজনটুকু কমিয়ে আগের মতো হয়ে যেতে চান। কিন্তু কাজটি বেশ সাবধানে করতে হবে। একবারে করতে পারবেন না, এতে শরীরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ডায়টিং করতে যাবেন না, খাদ্যতালিকায় সুষম খাবার রাখুন, হালকা পাতলা ব্যায়াম করে নিন। জল ও জল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন--- প্রতিবার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানার পরে এক গ্লাস জল অবশ্যই পান করে নেবেন। দিনে অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করবেন। সে সাথে ফলের রস, ডাবের জল, গ্লুকোজ ইত্যাদি ধরনের জল জাতীয়খাবার রাখবেন। এতে ডিহাইড্রেসনের সমস্যায় পড়বেন না।

বিধায়ক গোপাল রায় রবিবার বিধায়ক তহবিল থেকে এলাকায় পরিষেবার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেন।

রোহিনী আচার্যর বিস্ফোরক উক্তি

পারিবারিক সংকট তীব্রতর: লালু প্রসাদ যাদবের পরিবারের ভাঙন আরও বাড়ল

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : লালু প্রসাদ যাদবের পরিবারের সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠেছে রোববার, একদিন পরে রোহিনী আচার্যর বিস্ফোরক প্রকাশ্য উক্তি এবং পরিবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের পর। রোহিনী আচার্য, লালু প্রসাদের সিঙ্গাপুরে বসবাসরত কন্যা এবং পেশায় চিকিৎসক, নিজের রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, যা দলের নির্বাচন পরাজয়ের পরপরই ঘটে। তার এই ঘোষণার কিছু সময় পরেই, তিনজন আরও কন্যা, রাজলক্ষ্মী, রাগিনী এবং চান্দা, পাটনার বাসস্থান ত্যাগ করে দিল্লি চলে যান, যা এই বিহারের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের মধ্যে ভাঙনের লক্ষণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

এটি এক সপ্তাহের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অস্থিরতার মধ্যে ঘটেছে, যেখানে আরজেডি (রিজাল্স ডেমোক্রেটিক পার্টি) বিহার বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল অর্জন করেছে। দলের আসন সংখ্যা ৭৫ থেকে কমে মাত্র ২৫ আসনে পৌঁছেছে। রোহিনী আচার্য তার একটি সিরিজের আবেগপূর্ণ পোস্টে অভিযোগ করেছেন যে তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয়েছে এবং এমনকি তার সাথে স্যান্ডেল দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, যখন তিনি তেজস্বী যাদবের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঞ্জয় যাদব এবং রামিজের সঙ্গে একটি বিবাদে জড়ান। তিনি বলেন, তাকে "পরিবার থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে" এবং তাকে 'কোটি টাকা নেওয়ার' অভিযোগে অপমানিত করা হয়েছে, যা তার জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর বলে তিনি উল্লেখ করেন। রোহিনী আরও বলেন, 'এটাই সঞ্জয় যাদব এবং রামিজ আমাকে করতে বলেছিলেন এবং এখন আমি সমস্ত দোষ নিচ্ছি।' তবে, এই দুই সহযোগী এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেনি, যা তেজস্বী যাদবের নেতৃত্ব ও তার উপদেষ্টাদের মধ্যে এক অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের সন্দেহ আরও তীব্র করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাজলক্ষ্মী, রাগিনী এবং চান্দা সোমবার সকালে ১০ সার্কুলার রোড, লালু-রাবরি দেবীর বাসস্থান ত্যাগ করেন। সূত্র মতে, তারা গত দুই দিনের ঘটনার পর মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলেন। তাদের এই চলে যাওয়ার ফলে আরজেডির রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল একেবারে খালি হয়ে গেছে, এখন সেখানে শুধু লালু প্রসাদ, রাবরি দেবী এবং মীষা ভরতিই উপস্থিত আছেন।

তেজস্বী যাদব, যাকে দলের নির্বাচন পরাজয়ের পর কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে, এখন পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেননি। রোহিনীর অভিযোগের পর তেজপ্রতাপ যাদব, যিনি এ বছর দলের ও পরিবারের থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, একটি তীব্র বার্তা পোস্ট করেন। তেজপ্রতাপ তার সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে বলেন, "এই ঘটনা আমার হৃদয়কে অস্থির করেছে। আমি অনেক আক্রমণ সহ্য করেছি, কিন্তু আমার বোনের অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" তিনি লালু প্রসাদ যাদবের কাছে একটানা আবেদন করেন, "বাবা, শুধু একটিই সংকেত দিন, আর বিহারের মানুষ এই জৈচন্দদের গুমিয়ে দেবে।"

তেজপ্রতাপ আরো বলেন, "এখন এটি কেবল একজন কন্যার মর্য্যাদা ও বিহারের আত্মসম্মানের লড়াই।" তেজপ্রতাপ যাদবের বহিষ্কার এই পরিবারের সম্পর্কের গভীর অস্থিরতা প্রকাশ করেছে। তিনি এক সময় ফেসবুকে একটি বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন, যা তার রোমান্টিক সম্পর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়কে ঘিরে আলোচনার জন্ম দেয়। তার পরেই তিনি নিজে একটি নতুন রাজনৈতিক দল, "জানশক্তি জনতা দল" গঠন করেন এবং মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যদিও তাতে তিনি তৃতীয় স্থানেই ছিলেন।

লালু প্রসাদ যাদব এবং রাবরি দেবী সাতটি কন্যা এবং দুই পুত্রের বাবা-মা, যা তাদের পরিবারকে বিহারের অন্যতম বৃহত্তম এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবারে পরিণত করেছে। তাদের সন্তানরা সবাই বিহারের রাজনৈতিক, বিমানচালনা ও পাবলিক লাইফে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে বিবাহিত।

আরজেডির নির্বাচন পরাজয়ও এই পারিবারিক সংকটের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। দলের আসন সংখ্যা ৭৫ থেকে কমে ২৫-এ পৌঁছেছে, এবং নির্বাচনে তার দলের পরাজয়ের পর দলটির নেতারা এবং তাদের পছন্দসই উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ত্রিণমূল সাংসদ কোলকাতা রাজ্যপালকে "বিজেপি নেতাদের অস্ত্র দেওয়ার" অভিযোগ, তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ত্রিণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, রাজভবনে বসবাসরত রাজ্যপাল বিজেপি নেতাদের অস্ত্র সরবরাহ করছেন। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যপাল যদি বিজেপি নেতাদের আশ্রয় দেন এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেন, তবে তাঁকে তা বন্ধ করতে হবে।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'এমন একজন অক্ষম রাজ্যপাল যতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছেন, ততদিন বাংলায় কিছু ভালো হবে না।' বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে "বিজেপির দাস" বলে উল্লেখ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হত্যা করতে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ তোলেন।

রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস কালের মন্তব্যকে "প্রদাহকর", "বিস্ফোরক" এবং "অযৌক্তিক" বলে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'যখন কোনো শাসক দলের সাংসদ এমন মন্তব্য করেন, তখন কি তার মানে তিনি রাজ্য পুলিশের প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করছেন?'

বোশ সাহেব বলেন, 'রাজভবন প্রাতঃকাল থেকেই জনসাধারণ, সাংবাদিক, এবং ক্যাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এসে দেখার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাদের সবাইকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে এখানে কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়নি।'

তিনি তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবি জানান এবং এ ধরনের মন্তব্যের জন্য আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন।

রাজভবন থেকে জানানো হয়, 'রাজভবন কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তায় থাকা একটি বিশেষ স্থান, যেখানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা সম্ভব নয়। কালের মন্তব্যের ফলে রাজ্যপালের নিরাপত্তায় বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই বিষয়টির তদন্তের দাবি করছি।'

বিজেপির পক্ষ থেকে কালের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করা হয়। বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'ক্যাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।' তিনি দাবি করেন যে, সাংসদ হিসেবে তাকে এর জন্য শাস্তি দেয়া উচিত।

বিজেপির আরও নেতা অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'যদি রাজভবনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়া যায়, তাহলে এর দায় নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের নিরাপত্তা কলকাতা পুলিশের অধীনে, যাদের তৃণমূল সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে।'

তিনি ক্যাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন এবং তাকে সংবিধান এবং মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করার জন্য দায়ী করেন।

এখন পর্যন্ত এই বিতর্কে কোনও পক্ষই পিছু হটেনি। রাজ্যপালের প্রতি ক্যাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নতুন এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা আগামী দিনগুলোতে আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

'রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অপরিহার্য' : চন্দ্রবাবু নায়ডু

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু রবিবার রাজ্যগুলির মধ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এটি একটি স্বাস্থ্যকর ফেডারেল ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। তিনি রাজনৈতিক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেন, যেখানে তামিলনাড়ু থেকে হোয়াসিউংয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্প অন্ধ্রপ্রদেশে স্থানান্তরিত হওয়ায় বেশ কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

নায়ডু বলেন, 'রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অনিবার্য, যদি রাজ্যগুলি একে অপরকে চ্যালেঞ্জ না করে, তবে বিনিয়োগ কীভাবে বাড়বে?' তিনি আরও বলেন, 'আমরা যদি ভালো কাজ করি, তাহলে বিনিয়োগকারীরা আমাদের কাছে আসবে; আর অন্য রাজ্যগুলো ভালো করলে তারা সেখানে চলে যাবে। এই প্রতিযোগিতা স্বাস্থ্যকর, এবং এটি দেশের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।'

হোয়াসিউংয়ের মতো বড় বিনিয়োগকারীরা যখন তামিলনাড়ু থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে চলে আসে, তখন রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে নায়ডু বলেছিলেন, 'এটা প্রক্রিয়ারই অংশ। যদি অন্য রাজ্যগুলো ভালো করতে পারে, তাহলে বিনিয়োগ সেখানে যাবে; আর আমরা যদি ভালো করি, তাহলে বিনিয়োগ আমাদের দিকে আসবে।'এছাড়া, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকারের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের প্রশংসা করেন, যা এমন প্রতিযোগিতাকে সম্ভব করে তুলেছে। নায়ডু বলেন, 'আমাদের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানো দরকার, এবং আমাদের মন্ত্রীদের কখনোই অলস হওয়া উচিত নয়।'

নায়ডুর মন্তব্যগুলি রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করেছে, তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা রাজ্যের এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরে সুরক্ষা বাহিনীর বড়ো সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, এক জঙ্গি গ্রেফতার

ইম্ফল, ১৬ নভেম্বর : মণিপুরের সুরক্ষা বাহিনী ১৪ এবং ১৫ নভেম্বর বিশাল সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে, যার ফলস্বরূপ বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং এক সক্রিয় জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে।

১৫ নভেম্বর, ইম্ফল পশ্চিম জেলার পাটসই পুলিশ স্টেশনের অধীনে নগৈরাংবাম এবং লংকা কোইরেংগ গ্রামগুলির সংলগ্ন এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী একটি বড় অভিযান চালায়। অভিযানে উদ্ধার হয় একাধিক অবৈধ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- দুটি সিঙ্গল-বারেল রাইফেল, পাঁচটি পিস্তল (প্রতিটি ম্যাগাজিন সহ), পাঁচটি গ্রেনেড, দুটি দেশীয় পিপ বোমা, ষাটটি বিভিন্ন ধরনের গুলি, তিনটি হাতে ধারণযোগ্য যোগাযোগ সেট, একটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট (দুটি লোহা প্লেটসহ), দুটি হেলমেট।

অফিসারেরা জানিয়েছেন যে, এই উদ্ধার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং এটি অঞ্চলে পরিকল্পিত সহিংস কর্মকাণ্ড রোধে সহায়ক হবে।

অন্য একটি অভিযানে, ১৪ নভেম্বর, সুরক্ষা বাহিনী থৌবাল জেলার ইয়ারিপোক পুলিশ স্টেশনের অধীনে ইয়াইরিপোক বামন লেইকাইয়ে এক সক্রিয় সন্ত্রাসী কর্মী, মোইরাংথেম রামেশ মেইতী (৩২), যিনি "পারি", "নানাও" এবং "লাধু" নামে পরিচিত, তাকে গ্রেফতার করেছে। তদন্তে জানা যায় যে, এই গ্রেফতারকৃত জঙ্গি মণিপুর পূর্ব জেলার বিভিন্ন সরকারী স্কুল এবং কলেজে উৎকোচ আদায়ের কাজে যুক্ত ছিল। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে, যা উৎকোচ সম্পর্কিত যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হত।

এখন পর্যন্ত এই অভিযানগুলি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

হরিয়ানার ফারিদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে ৩২ তম উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল কাউন্সিলের সভা, অমিত শাহ-র সভাপতিত্ব

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : ভারতের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার হরিয়ানার ফারিদাবাদে ৩২ তম উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল কাউন্সিল-এর সভা সভাপতিত্ব করবেন। এ সভায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করবেন, যারা উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত — হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ এবং চণ্ডীগড়।

এই সভাটি আয়োজিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রক অধীন আন্তঃ রাজ্য কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটের উদ্যোগে, যেখানে হরিয়ানা সরকার এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

১৯৫৬ সালের রাষ্ট্র পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল কাউন্সিল পাঁচটি অঞ্চলের কাউন্সিলের মধ্যে একটি, যার উদ্দেশ্য রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা শক্তিশালী করা। অমিত শাহ এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এবং হরিয়ানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাউন্সিলের সহ-সভাপতি। সহ-সভাপতির পদটি প্রতি বছর সদস্য রাজ্যগুলির মধ্যে ঘুরে ঘুরে দায়িত্ব দেওয়া হয়, এবং প্রতিটি রাজ্যপাল কাউন্সিলের জন্য দুটি মন্ত্রী মনোনীত করেন। কাউন্সিলকে সহযোগিতা করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি, যার মধ্যে মুখ্য সচিবরা থাকেন, তারা সম্মেলনের আগে সমস্যা পর্যালোচনা করে।

এ সভাটি প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির 'টিম ভারত' দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা রাজ্যগুলির মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতার উপর জোর দেয় এবং একটি শক্তিশালী জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। অঞ্চলীয় কাউন্সিলগুলো রাজ্য সীমা পেরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোচনা ও সমাধানে সহায়তা করে, যা রাজ্যগুলির মধ্যে সম্মতি প্রতিষ্ঠা ও শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

যদিও পরামর্শমূলক হলেও, অঞ্চলীয় কাউন্সিলগুলো বর্তমানে সহযোগিতা বৃদ্ধির, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গত এক দশকে ৬৩টি অঞ্চলীয় কাউন্সিলের সভা এবং তাদের স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বাড়তি সম্পৃক্ততা এবং সম্পর্কের উন্নতিকে প্রতিফলিত করে।

এই সভায় একাধিক আঞ্চলিক এবং জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, যার মধ্যে রয়েছে- নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের দ্রুত তদন্ত এবং নিষ্পত্তি, প্রতিটি গ্রামে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ, ১১২ জরুরি প্রতিক্রিয়া সিস্টেমের বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং শহর পরিকল্পনা খাতে সামাজিক সেক্টর শক্তিশালী করা, কোঅপারেটিভ সেক্টর এবং অন্যান্য সহযোগিতামূলক বিষয়। এছাড়াও, সদস্য রাজ্যগুলোর মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন যৌথ স্বার্থের বিষয়গুলোও তুলে ধরা হবে।

বিহারের নতুন এনডিএ সরকারের গঠন প্রক্রিয়া শুরু, মন্ত্রিসভা ভাগাভাগির জন্য আলোচনা চলছে

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : বিহারের নতুন এনডিএ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিজেপি এবং জেডি(ইউ) নেতারা মন্ত্রিসভা ভাগাভাগির বিষয়ে প্রথম দফা আলোচনা সম্পন্ন করেছেন এবং একমত হয়েছেন যে, একেকটি মন্ত্রিসভার পদ প্রতি ছয়টি বিধায়ক বরাদ্দ করা হবে। এই সূত্রে মন্ত্রিপদ ভাগাভাগির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।

জেডি(ইউ)-এর জাতীয় নির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা, যারা দিল্লিতে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, আজ পাটনা ফিরবেন এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সেখানে জেডি(ইউ) এবং এনডিএ-এর বিধায়ক দলের বৈঠক প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা হবে।

জানা গেছে, জেডি(ইউ)-এর বিধায়ক দলের বৈঠক আগামীকালই অনুষ্ঠিত হতে পারে, এবং ১৮ নভেম্বরের মধ্যে এনডিএ-এর পরবর্তী নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

এদিকে, বিজেপি এখন তাদের ছোটো মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবে, যাতে মন্ত্রিসভায় তাদের শেয়ার নিশ্চিত করা যায়। এইচএএম-এর নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মঞ্জি দিল্লি থেকে দিল্লি আসছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন। অপরদিকে, উপেন্দ্র কুশওয়া এবং আরএলজেপি প্রধান চিরাগ পাসওয়ানও দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। এখন যখন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে, নির্বাচন কমিশন আজ বিহার বিধানসভার ১৮তম নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকরের কাছে জমা দেবে, যার পর নতুন বিধানসভার ঘোষণা হবে এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেওয়া হবে।

এই পরিস্থিতিতে, নীতিশ কুমার সোমবার একটি মন্ত্রিসভা বৈঠক ডাকবেন, যাতে ১৭তম বিধানসভার বিলুপ্তির প্রস্তাব পাশ করা হবে এবং তিনি রাজভবনে পদত্যাগ করতে যাবেন, যার মাধ্যমে এনডিএ সরকারের দাবি রাখার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পাটনার গাঁধী ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে, যা ১৯ বা ২০ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সূচির উপর নির্ভর করে। এ সময়ে, বিজেপি-র শীর্ষ মন্ত্রীগণ উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এবারের নির্বাচনে এনডিএ-র একটি শক্তিশালী পোর্টফোলিও অর্জিত হয়েছে। বিজেপি ৮৯টি আসনে জয়ী হয়েছে, জেডি(ইউ) ৮৫টি আসন পেয়েছে। আরএলজেপি ১৯টি, এইচএএম ৫টি এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ৪টি আসন জিতেছে। অন্যদিকে, মহাগঠবন্ধন-এর শক্তি অনেকটাই কমে গিয়েছে। আরজেডি এবং কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে ৩৫টি আসনে জয়ী হয়েছে, যেখানে কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন পেয়েছে।

কংগ্রেস এমপি গৌরব গগোইয়ের আক্রমণ, অসম মন্ত্রী অশোক সিংহলের পোস্টের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর : বিহারের নির্বাচন ফলাফলের পর ফুলকপি চাষের একটি ছবি শেয়ার করার জন্য অসম সরকারের মন্ত্রী অশোক সিংহলকে তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গোইগোই। তিনি দাবি করেছেন যে, এই পোস্ট 'রাজনৈতিক ভাষা-শাস্ত্রের এক শকিং নতুন নিম্নস্তর'।

অশোক সিংহল তার ফেসবুক পেজে এক ছবি শেয়ার করেছিলেন, যেখানে ফুলকপি চাষের ক্ষেতের দৃশ্য দেখা যায় এবং এর ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'বিহার শশক চাষ অনুমোদন করেছে'। গগোই এই শব্দবন্ধকে '১৯৮৯ সালের লগাইন হত্যাকাণ্ডের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত' বলে মন্তব্য করেছেন। ওই হত্যাকাণ্ডে ভাগলপুরে একশোরও বেশি মুসলিম নিহত হন এবং তাদের দেহ শশক ক্ষেতের নিচে গোপন করা হয়েছিল।

গগোই অভিযোগ করেন যে, এমনভাবে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমন ছবি ব্যবহার করা 'অত্যন্ত অশ্লীল এবং লজ্জাজনক'। তিনি বলেন, একটি এত বড় দুর্ঘটনা স্মরণ করা, 'কীভাবে কিছু মানুষ জনসমক্ষে নেমে যেতে প্রস্তুত তা প্রমাণ করে'।

রবিবার ৮ বড়দোয়ালী যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাব্রুম—আগরতলা জাতীয় সড়কে বাইক—টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই নাবালক গুরুতর আহত

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: সাব্রুম—আগরতলা জাতীয় সড়কের হরিনা রোডে রবিবার সকালে ঘটে গেল গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনা। বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর অভিযোগে দুই নাবালক চালিত মোটরবাইক সরাসরি ধাক্কা মারে একটি টমটমকে। সংঘর্ষের তীব্রতায় দু''জনেই গুরুতর জখম হয়।

আহত দুই নাবালকের নাম সৈকত রায় এবং বিক্রম দে। দুজনের বাড়ি লুধুয়া এডিসি ভিলেজের ১৭ কার্ড এলাকায়। তাদের মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পর টমটম চালক মিঠুন সরকার আহতদের দ্রুত সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি জানান, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাইকটি এসে তার টমটমে ধাক্কা মারে।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাকেশ মজুমদার জানান, আহতদের মধ্যে একজনের মাথায় আঘাত গুরুতর হওয়ায় সিটি স্ক্যান প্রয়োজন। তাই তাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে রেফার করা হয়েছে। অন্যজনকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, নাবালকদের বেপরোয়া বাইক চালানো নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও ট্রাফিক প্রশাসন পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এখন দেখার বিষয়এই ঘটনার পর সাব্রুম থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে কি না।

সূর্যমণিনগরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর;স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় যুব সমাজকে একতাবদ্ধ করা, সৃজনশীল মানসিক গঠনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। যুব সমাজই আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ।

এদের সঠিক পথ দেখাতে হবে। সূর্য্যমণিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব এবং বিজ্ঞান মেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন করে সাংসদ (রাজ্যসভা) রাজীব ভট্টাচার্য্য একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় সরকার বর্তমানে যুব সমাজকে নতুনভাবে দিশা দেখানোর কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজকে আগামীর পথ চলা সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, যুব সমাজের মধ্যে দেশসেবা, রাষ্ট্রসেবা, জনসেবার মানসিকতা তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। দৈহিক, মানসিক, সৃজনশীল সহ সার্বিকভাবে যুব সমাজের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই যুব উৎসব পালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। স্বাগত ভাষণ রাখেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অরূপ দেব, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ প্রমুখ। যুব উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় ৮৪ টি মডেল প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রী মোদী গুজরাটে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন

সুরত, ১৬ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার গুজরাটের সুরতে ভারতীয় প্রথম উচ্চ গতির বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি প্রকল্পের সাথে যুক্ত প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রকল্পের গতি ও সময়সীমা লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রকল্পের কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে নির্মাণ কাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে।

এই বৈঠকে, কেরলের একজন প্রকৌশলী নাভসারির নয়েজ ব্যারিয়ার ফ্যাক্টরিতে রোবোটিক ইউনিট দ্বারা রিবার কেজ তৈরির অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, বুলেট ট্রেন প্রকল্পে তাঁর ভূমিকা একটি গর্বের বিষয় এবং তাঁর পরিবার এটিকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার প্রেরণার কথা তুলে ধরেন। তিনি ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সময় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার সাথে বর্তমান সময়ে শতাধিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ক্ষমতাকে তুলনা করেন।বেঙ্গালুরুর শ্রীমতি শ্রুতি, যিনি প্রকল্পের লিড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, প্রকল্পে অনুসৃত কঠোর ডিজাইন এবং প্রকৌশল প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, তাঁর দল প্রতিটি কাজের ধাপ মূল্যায়ন করে, বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করে এবং যথার্থতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে সমাধান প্রয়োগ করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী পরামর্শ দেন যে প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা একটি 'ব্লু বুক' -এ নথিভুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে উচ্চ গতির রেল প্রকল্পের জন্য এটি সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন, এমন একটি স্পষ্ট রেকর্ড তৈরি করা ভবিষ্যতে বড়-পরিসরে বুলেট ট্রেন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে এবং এটি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্যও মূল্যবান হবে।

বৈঠকের সময়, একজন কর্মচারী প্রকল্পের প্রতি তাঁর উৎসর্গ ও নিষ্ঠার বিষয়ক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা অর্জন করে।

এ সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

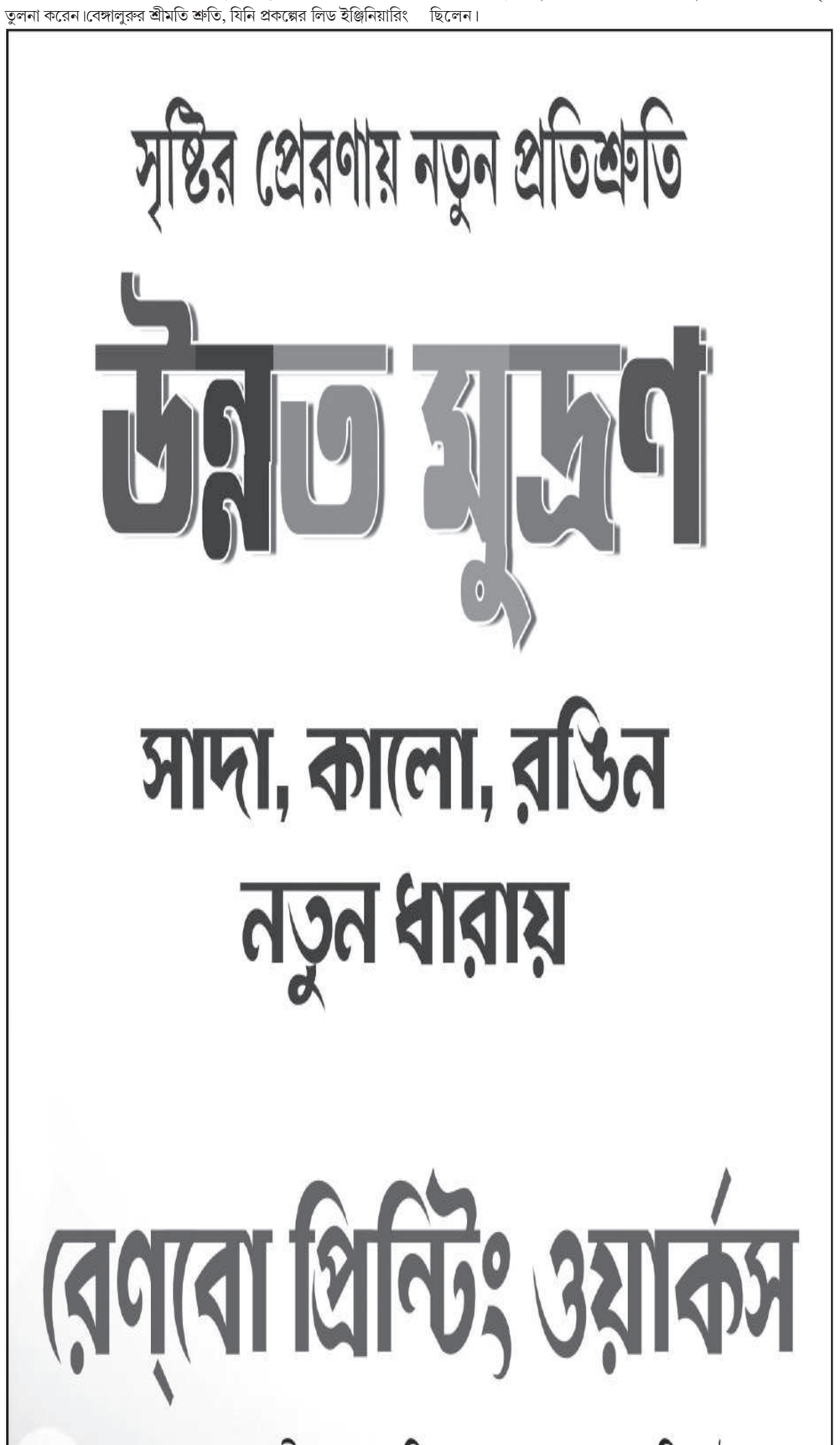

কমলপুরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল

● প্রথম পাতার পর

সিপিআইএম ধলাই জেলাজুড়ে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিজেপির "হিংসাত্মক আচরণ" বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও এই আন্দোলন চলবে।

মুখ্যসচিবের আশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়, ষোড়শ অর্থ কমিশনের মেয়াদ এক মাস বাড়িয়ে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলেও, সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান করে কমিটেড এক্সপেনডিচারে যুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করেনি। তাদের অভিযোগ, এই সমস্যা জিইয়ে রাখার মধ্যেই সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা রাজ্যের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর।

রাজধানীতে সরকারি কর্মচারী

● প্রথম পাতার পর

দাবি-দাওয়ায় সরকার উদাসীন। এর মধ্যে রয়েছে পুরনো পেনশন প্রথা পুনরায় চালু করা, সমস্ত বকেয়া ডিএ প্রদান, অষ্টম বেতন কমিশন গঠন, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের নানান জরুরি সমস্যা সমাধান।

গত ১লা নভেম্বর এসব দাবি নিয়ে তারা রাজ্য আরক্ষা দপ্তরে লিখিতভাবে আবেদন জানায়। কিন্তু পরপর কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভস্থল থেকে নেতৃত্বের অভিযোগ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "যতই বাধা আসুক, আমাদের আন্দোলন থামবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আরও শক্তভাবে রাস্তায় নামবে কর্মচারীরা।"

বড়জলা বিজেপি মন্ডল নেতার

● প্রথম পাতার পর

ঠিক সামনেএকটি র‍্যালি ও পথসভা আয়োজন করে। অভিযোগ, সেই সভা চলাকালীন বিজেপি নেতা টিংকুব্রত দাস প্রকাশ্যে সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের খুন করার মতো সরাসরি হুমকি দেন।

অমল চক্রবর্তী তাঁর অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন, এমন হুমকির ফলে সিপিআইএম সমর্থকদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক ও মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। তিনি দাবি করেন, এ ধরনের বক্তব্য বিজেপি কর্মীদের আরও উসকানি দিতে পারে এবং সরাসরি শারীরিক আক্রমণের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম। এসব মন্তব্য ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন, উত্তেজনা ছড়ানো এবং সহিংসতা প্ররোচনার শামিল বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পথসভায় প্রকাশ্যে এই হুমকি আইন-শৃঙ্খলার ওপর সরাসরি আঘাত এবং এর ফলে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টিংকুব্রত দাসের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তী। পাশাপাশি সিপিআইএম সমর্থকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে।

ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এনসিসি থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডের

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে আরো বিশদে খোঁজ নিতেই কিছু সময়ের মধ্যেই যাবতীয় তথ্য উঠে আসে।

জানা গেছে, গত ৭.১০.২৫ তারিখে উচ্চআদালত রিট পিটিশন চলাকালীন 'অনাপত্তি পত্র' বাতিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু উচ্চ আদালতের নির্দেশকে অমান্য করে ২৪.১০.২০২৫ তারিখে ওই পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ করে সিল করে দেয় সদর মহকুমা প্রশাসন। তাই উচ্চ আদালতে এমএস বিশ্বাস এ্যান্ড সন্স — এর পক্ষের আইনজীবী জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগ আনে।

উভয়পক্ষের বিস্তারিত যুক্তি শোনার পর ১৩.১১.২৫ তারিখে উচ্চ আদালত আদালতের নির্দেশ অবমাননার জন্য জেলা প্রশাসনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। পাশাপাশি দুহাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। এবং ২৪.১০. ২৫ তারিখের নির্দেশকে ভিত্তিহীন বলে খারিজ করেছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ওই পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ করে সিল করে দিয়েছিল সদর মহকুমা প্রশাসন। তবে আদালতের নির্দেশে ওই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আদালতের নির্দেশে ১৫ নভেম্বর ২০২৫ অর্থাৎ গতকাল শনিবারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সদর মহকুমার সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে এবং পেট্রোল পাম্পের ডিলারের উপস্থিতিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মেনে পাম্পটি অবিলম্বে খুলে দিতে হবে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল অগ্নি—নিরাপত্তা লঙ্ঘন করা হয়েছে এই পাম্পে। পাম্পটিতে ঝঞ্জ ফায়ার এক্সটিংগুইশার (৪.৫ কেজি) ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ডের কাছে বসানো ছিল না, অফিসরুম ও স্টোররুমে ৬ কেজি ক্ষমতার ডিপি ফায়ার এক্সটিংগুইশার বাধ্যতামূলক হলেও তা পাওয়া যায়নি, ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ ১৬ অক্টোবরের স্থলপরিদর্শনে গুরুতর অগ্নি—নিরাপত্তা ঘাটতি চিহ্নিত করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এসব ত্রুটি যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

দুই তরুণ শিক্ষকের

● প্রথম পাতার পর

কথনো মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। সবই নিজের খরচে। তাঁদের বিশ্বাস, "শিক্ষার অভাবে কেউ পিছিয়ে থাকবে নাএটাই আমাদের লক্ষ্য।"শ্রী রায় উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় মূল স্তর থেকে নেশা ও বাল্যবিবাহ রোধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বহু ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক স্তরকেও অনুপ্রাণিত করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পান্না ঘোষ। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন ধারাবাহিক মানবিক কাজ সত্যিই বিরল। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কাছে এঁরা প্রকৃত রোল মডেল।" ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মিশন পদাবলী শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ দেবাশিস চৌধুরীও। তাঁর বক্তব্য, "শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

দেবাশিস দাস জানান, আগামী দিনে রাজ্যের জন্য এক অভিনব কর্মসূচি নিয়ে তাঁরা হাজির হতে চলেছেন, যা একটি অনন্য বার্তা বহন করবে। অধ্যক্ষ দেবাশিস চৌধুরী আরও জানান, চার বছর আগে তিনজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয়েছিল পদাবলী কীর্তন শিক্ষা। আজ সেই সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়েছে। আধুনিক যুগে বিলুপ্তপ্রায় এই সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে শনিছড়া রবীন্দ্রপল্লীর কচিকাচাদের নিয়ে তিনি নিয়মিতই পদাবলী কীর্তন শিক্ষার ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার প্রতি অদম্য প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলা দুই তরুণ শিক্ষক নিঃসন্দেহে আজকের সমাজে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

অনুরাগের অপরাজিত শতক, দুর্দান্ত জয় দিয়ে চাম্পামুড়ার লীগ অভিযান সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে চাম্পামুড়া ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। সদর অনূর্ধ ১৫ উইকেটে রবিবার বিশাল রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করলো চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার। এদিন নীপকো মাঠে চাম্পামুরা শিবির মুখোমুখি হয় মডার্ন দলের। ম্যাচে চাম্পামুরার ক্রিকেটাররা ১৭৫ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো মডার্নকে। টস জিতে মডার্ন শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এখানেই বাজিমাত করে দেয় চাম্পামুরা দল। ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুরার ক্রিকেটাররা ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান সংগ্রহ করে।

এর মধ্যে দলের হয়ে অনুরাগ দাস ১১৯ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। তার এই ইনিংসে ১৮ টি চারের মার শামিল ছিলো। এছাড়া দলের পক্ষে এমডি সাহিল আলী ৫১, শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ২৮,রাজভির ঘোষ ১৩ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। বল হাতে মর্ডান এর পক্ষে দুইটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় পঙ্কজ শীল, নেতিক দেবনাথ ও অর্ঘ্য দেবরা।

জয়ের জন্য মডানের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দারায় ২৭৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। এই চাপ আর শেষ পর্যন্ত কাটি উঠতে পারল না মডার্নের ক্রিকেটাররা। সুবাদে ৩১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১০৩ রানের থেমে গেল মর্ডানের রানের দৌড়। দলের পক্ষে শুভম দাস ২০, দীপজয় দেবনাথ ১৫, অর্ঘ্য দেব ১৪ উল্লেখযোগ্য রান করে। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা জোগাতে পারেনি। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগ দেয় ২১ রানের। বিজয় দলের পক্ষে রাহুল তামান তামাং এবং তানিস্ক চক্রবর্তীরা দুইটি করে উইকেট নেয়। একটি করে উইকেটে ভাগ বসায় অয়ন দেবনাথ, প্রীতম রায় এবং এমডি সাহিল আলীরা। অনুরাগ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

কোচবিহার : হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১ম ইনিংসে লিড নেওয়ার হাতছানি ত্রিপুরার সামনে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার হাতছানি ত্রিপুরা দলের সামনে। খেলা কোচবিহার ট্রফি এলিট গ্রুপের। প্রতিপক্ষ হরিয়ানা। বিসিসিআই আয়োজিত, তবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এই ম্যাচ হচ্ছে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক রাকেশ রুদ্র পাল প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সফরকারী হরিয়ানাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। ওপেনার তথা উইকেট রক্ষক যশ আধানা অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যান্সের পরিচয় দিলেও অন্যদের ব্যর্থতায় দলীয় স্কোর বেশিদূর গড়াতে পারেনি। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে উইকেটে থেকে ৫৪ ওভার খেলে ১৭২ রানে ইনিংস শেষ করে। ওপেনার যশ ১১৩ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৫ রান পায়।

এছাড়া, সামি কাদিয়ান ২৭ রান পেয়েছে ৩৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। রাজ্য দলের বোলার রায়হান আহমেদ আরমান ১৬ রানে এবং আরিফ মিয়া ৫৯ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নিয়েছে। দ্বীপ দেব পেয়েছে দুটি উইকেট। অভিক পাল ও রাকেশ রুদ্র পাল পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল ২৯ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরা এই মুহূর্তে ১১৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও সাতটি। এক কথায় হাতছানি রয়েছে প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার।

পোলস্টারকে ৯ উইকেটে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচেও পরাজিত পোলস্টার। এ বছর আর সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জয়ের মুখ দেখা হলো না পোলস্টার ক্লাবের। কেননা একের পর এক আটটি ম্যাচেই হারতে হয়েছে পোলস্টার শিবিরকে। রবিবার দিন লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচেও এর ব্যতিক্রম হলো না। তালতলা স্কুল মাঠে এদিন তরুণ সংঘ নয় উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে দিল পোলস্টারকে। প্রথমে ব্যাট করে পোলস্টার শিবির বহু কষ্টে ৩৭ দশমিক ৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ করে ৯৭ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে শানুক নন্দী সর্বাধিক ২৭ রান করে। এছাড়া দেবাশীষ সাহা ১০, সৌম্যদীপ চক্রবর্তী ১২ উল্লেখযোগ্য রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২৮ রানের। বল হাতে তরুণ সংঘের পক্ষে সায়ন্তন রায় ও দিব্যেন্দু সাহা তিনটি করে উইকেট নেয়। দুটি উইকেটে ভাগ বসায় রাজদীপ দাস। জয়ের জন্য তরুণ সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৯৮ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে দল ১৮.৪ ওভারেই মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহা ৫১ এবং সুভম দেবনাথ ২৩ রানে উইকেটে অক্ষত থেকে দলকে এই জয় এমনিতে সক্ষম হলেন। সায়ন্তন রায় পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এই পিচই চেয়েছিলাম, ভাল খেলতে না পারলে হারতে তো হবেই, উইকেটে কোনও জুজু ছিল না, ম্যাচ হেরে বললেন গম্ভীর

কলকাতা।। ইডেন টেস্ট হেরে গৌতম গম্ভীর মেনে নিলেন, পিচে কোনও জুজু ছিল না। হারের জন্য নিজেদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করলেন ভারতীয় দলের কোচ। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের প্রথম দিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ইডেন গার্ডেন্সের পিচ। কলকাতায় এসেই গম্ভীর ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছিলেন কেমন ২২ গজ চান। খেলা শুরুর আগে চার দিন জল না দিয়ে তেমনই পিচ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সুজন। তবু টেম্বা বাভুমাদের কাছে হারতে হল শুভমন গিলদের।

পিচ নিয়ে তিন দিন ধরে নানা কথা হলেও গম্ভীর ম্যাচ হেরে কোনও অভিযোগ করলেন না। বরং নিজেদের ব্যর্থতা মেনে নিলেন। গম্ভীর মানতে চাননি ইডেনের ২২ গজ স্পিন সহায়ক ছিল। জোরে বোলারদের বেশি উইকেট পাওয়ার তথ্যকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গম্ভীর বলেছেন, “ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা বাভুমা তো রান করল। ওয়াশিংটন সুন্দরও ভাল ব্যাট করল। অক্ষর পটেলও তো খেলল। খেলা যাবে না, এমন উইকেট তো ছিল না। জানি না কেন বার বার স্পিন সহায়ক পিচ বলা হচ্ছে! জোরে বোলারেরাই বেশি উইকেট পেয়েছে এই টেস্টে। ব্যাটারদের টেকনিক, মানসিক শক্তি এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয় এ রকম পিচে। আমরা পারিনি। এমন পিচে রক্ষণ ভাল হওয়া দরকার।” পিচ নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে গম্ভীর আরও বলেছেন, “আমরা যেমন পিচ চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনই পেয়েছি। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সাহায্য করেছেন। ভাল খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। ১২৪ রান তাড়া করতে না পারার কোনও কারণ ছিল না।”

গম্ভীর জানিয়েছেন, তিনি এমন পিচ চান যাতে টস গুরুত্বপূর্ণ না হয়। তিনি বলেছেন, “আমরা চাই প্রথম দিন থেকেই পিচ স্পিনারদের সাহায্য করুক। যাতে টস গুরুত্বপূর্ণ না হয়। আমরা জিতলে পিচ নিয়ে হয়তো এত আলোচনা হত না। তবে একটা কথা বলা দরকার। আমাদের ক্রিকেটারেরা যে কোনও পরিস্থিতিতে ভাল করতে পারে।” গম্ভীর বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন, হারের জন্য পিচের অজুহাত দিতে চান না। তাঁর দলের ক্রিকেটারেরা খেলতে পারেননি বলেই, এ ভাবে হারতে হয়েছে।

সিএবি সভাপতি আগেই বলেছিলেন, ভারতীয় দল যে পিচ চেয়েছে, সেটাই দেওয়া হয়েছিল। চার দিন আগে থেকে পিচে জল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। সৌরভ আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তিন দিনে শেষ হয়ে যেতে পারে খেলা। ভারতীয় দলকে পছন্দ মতো ২২ গজ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আয়োজক হিসাবে। সেই পছন্দের ২২ গজেই দাঁড়াতে পারেননি ভারতের ব্যাটারেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারদেরও সামলাতে পারলেন না ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়ালেরা। ভারতীয়েরা স্পিন বল খেলায় দক্ষ, ক্রিকেট বিশ্ব এমনই জেনে এসেছে এত দিন ধরে। সেই ধারনাও এ বার ভাঙতে বসেছে।

এ নিয়ে গম্ভীরের বক্তব্য, “দুই জমানার তুলনা করা ঠিক নয়। আমাদের দলে কত জন তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে দেখুন। ওদের অভিজ্ঞতা কম।”

গম্ভীর মেনে নিয়েছেন, তাঁর দল খেলতে পারেনি। কেন? তার উত্তর দেননি। বিশ্লেষণ করবেন বলে জানিয়েছেন। গত বছর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও স্পিন সহায়ক পিচ তৈরি করিয়ে সাফল্য পাননি কোচ গম্ভীর। দেশের মাটিতে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। তবু জেদ বজায় রেখেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ইডেনে ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে ফেললেন। ফল একই। শোচনীয় হার। ফলাফল বদলাতে পারলেন কোথায়? দলের পারফরম্যান্সের উন্নতিও হয়নি। নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারের পর নিশ্চই বিশ্লেষণ করেছিলেন। তা হলে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে তাঁর ভূমিকা কী? গম্ভীর কি দলের ব্যাটিং শক্তি বিবেচনা করেননি? ইডেনে ব্যাটিং অর্ডারের গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর জায়গায় কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যাটারকে রাখেননি। খেলিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরকে। লাল বলের ক্রিকেটেও প্রাধান্য দিচ্ছেন অলরাউন্ডারদের। ব্যাটারদের দক্ষতা বিবেচনা করছেন না। অথচ দলের ব্যর্থতার জন্য দক্ষতার অভাবকে কারণ হিসাবে তুলে ধরছেন! বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে অবসরে পাঠিয়ে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা করছেন। কঠিন পিচে ফেলে দিচ্ছেন অনভিজ্ঞদের। হতে পারে কোচ হিসাবে নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তা করতে গিয়ে ম্যাচের ফলাফলের কথাও মাথায় রাখছেন না।

গম্ভীর ইডেনে কি শুধু ভারতকে হারালেন? ক্রিকেটও তো হারল। ছ’বছর পর টেস্ট ক্রিকেট দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। শুক্রবার কাজের দিনও গ্যালারিতে ছিলেন প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ। এখনকার টেস্ট ক্রিকেটে যে দৃশ্য বিরল। সুজন চেয়েছিলেন, পাঁচ দিন খেলা চলার মতো পিচ তৈরি করতে। চেয়েছিলেন, পিচ থেকে যেন ব্যাটার-বোলার সকলে সাহায্য পায়। চেয়েছিলেন, ক্রিকেটপ্রেমীদের উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ উপহার দিতে। সে সবের কিছুই হল না। তিন দিনেরও কম সময়ে হেরে গেল ভারত। ক্রিকেটপ্রেমীরা না দেখতে পেলেন দেশের জয়। না দেখতে পেলেন ব্যাট-বলের ভাল লড়াই।

এই ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না গম্ভীর। পিচ নিয়ে তাঁর জেদ, প্রথম একাদশ নির্বাচনে অবিমিশ্যকারিতা ভারতীয় ক্রিকেটকে বার বার লজ্জায় ফেলছে টেস্ট ক্রিকেটে। নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার। বাভুমারা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তাঁদের ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজের দলকেই গাড্ডায় ফেললেন গম্ভীর।

রঞ্জি ট্রফি
রেলওয়েজের বিরুদ্ধে ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রঞ্জি ম্যাচে ফের ব্যাক ফুটে ত্রিপুরা। রেলওয়েজ ইতোমধ্যে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার কাজটাও সেরে নিয়েছে। ত্রিপুরা দলের প্যারামিটার অনুধাবন করে রেলওয়েজ একপ্রকার পরিকল্পনা করে নিচ্ছে সরাসরি জয়ের। পাশাপাশি ত্রিপুরাকে ইনিংসে হারাতে পারে কিনা সেটাও একবার পরখ করে নিচ্ছে। রঞ্জি ট্রফির এলিট সি গ্রুপের খেলায় ত্রিপুরা ও রেলওয়েজ গুজরাটের বালসাড়ে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে আজ, রবিবার থেকে চার দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনি শংকর মুরাসিং প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার বাবুল দে কিছুটা ভালো ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শুরুটা যেমন জম্পেশ হয়নি, তেমনি মিডেল অর্ডারে বিজয় শংকরের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দলের স্কোর শতরান টপকাতে সক্ষম হয়েছে। ৪১ ওভার খেলে ত্রিপুরা দল ১৩৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয় শংকর একান্ন বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। ওপেনার বাবুল দে ৮৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি মেরে ৪২ রান সংগ্রহ করেছিল। রেলওয়েজের বোলার আর কে চৌধুরী ৩০ রাণে চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, আদর্শ সিং ২৫ রানে এবং কুনাল যাদব ৩২ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। হিমাংশু সাঙ্গোয়ান একটি উইকেট পেয়েছেন ৩৮ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেলওয়েজ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪০ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। দলীয় আট রানের মধ্যে পরপর দুটি উইকেটের পতন ঘটলে রেলওয়েজ প্রমাদ গুনলেও তৃতীয় উইকেটের জুটিতে কে টি মারাঠে এবং মোহাম্মদ সাঈফ-এর অনবদ্য ব্যাটিং দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে লিড এনে দেয়। মারাঠে ৭৩ রানে এবং সঈফ ৬৬ রানে উইকেটে রয়েছেন। ত্রিপুরা দলের মনি শংকর মুরাসিং ও অভিজিৎ সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছেন। আগামীকাল (সোমবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিন।

ওএনজিসি-র নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন সেক্টর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রবিবার ইস্টার্ন সেক্টর ফাইনালে আসাম সেক্টরকে টাইব্রেকারে পরাজিত করে দিলো ৪-২ গোলে। গত ১৪ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ তিন দিন ব্যাপী নক আউট এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয় আসামের নাজিরায়। প্রথম ম্যাচে ইস্টার্ন সেক্টর ৫ - ০ গোলে পরাজিত করে দিল্লি সেক্টরকে। সেমিফাইনাল দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ -০ গোলে ওয়েস্টার্ন সেক্টর গুজরাটকে পরাজিত করে ফাইনালে মুখোমুখি হয় আসাম সেক্টরের সামনে।এদিন ফাইনালে নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে গোল না হওয়ায় টাই- বেকারের মুখোমুখি হয় দুদল। টাই- ব্রেকারে ৪ - ২ আসাম সেক্টরকে পরাজিত করে ইস্টার্ন সেক্টর চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করে। ইস্টার্ন সেক্টরের অধিনায়ক জিতেন্দ্র সোরেন ও নীলেশ রাউত ওএনজিসি মূল টিমের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য ,এ বছর ইস্টার্ন সেক্টর টিম গঠনের দায়িত্ব পড়ে ত্রিপুরা ওএনজিসির উপর। এখানে ত্রিপুরা, বোকারো ও কলকাতা থেকে আগত প্লেয়াররা ক্যাম্পে যোগ দেয়। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে এই ট্রায়াল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ট্রায়াল ক্যাম্পে নির্বাচক ও কোচ হিসাবে ছিলেন মধু মানিক লোধ। সহকারী হিসেবে রয়েছেন এস এম ফারুক। এই ইন্টার সেক্টর টুর্নামেন্টে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ব্লাডমাউথকে হারালো জিবি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ ছিল। জয়ে ফিরেছে জিবি প্লে সেন্টার। তবে মূল পর্বে খেলার কোন সম্ভাবনা নেই। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে রবিবার জিবি প্লে সেন্টার হারিয়ে দিল ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। এদিন টিআইটি গ্রাউন্ডে ঘটলো এই ঘটনা। টস ভাগ্যটা সঙ্গ দিলো ব্লাডমাউড ক্লাবের। তবে ম্যাচ ভাগ্যটা কিন্তু সঙ্গ দিলো না। টস দিতে ব্লাড মাউথ শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও সুযোগটাকে খুব একটা কাজে লাগাতে পারলো না দলের ব্যাটসম্যানরা। ব্যতিক্রম দু তিনজন ব্যাটসম্যান। যাদের রানে ভোর করে ১১৮ সংগ্রহ করল ব্লা মাউথ ক্লাব তারা হলো অর্পণ সাহা, শিবম দাস ও পাপাই দাস। অর্পণ ৩৭ শিবম ২৩ এবং পাপাই ১২ রান করে। দলের পাঁচজন ব্যাটসম্যান তো খাতা ই খুলতে পারেনি। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগ্য সঙ্গ দেয় ৩৬ রানের। বল হাতে জিবি প্লে সেন্টারের পক্ষে তিনটি করে উইকেট নেয় অভয় দেব ও রুদ্র দাসরা। দুটি উইকেট ভাঙ্গে ঋতুরাজ চৌধুরী। জয়ের জন্য জিবি প্লে সেন্টারের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১১৯ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে জিবি শিবির ২৩.৫ ওভার খেলেই প্রয়োজনীয় রান হাসিল করে নেয়। এই রান হাসিল করার ক্ষেত্রে যদিও ছয়টি উইকেট হারায় জিবি প্লে সেন্টার। বিজয়ী দলের পক্ষে ব্যাট হাতে অভয় দেব ৪৭, রাজদীপ দেব ২৮, রুদ্র দাস ১২ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। এক্সট্রা দলের পাওনা কুড়ি রান। ফলে চার উইকেট অক্ষত রেখেই এই ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিলো জিবি প্লে সেন্টার। অভয় পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

প্রেস ডে উদযাপন উপলক্ষে জেআরসি-র সংবর্ধনা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ন্যাশনাল প্রেস ডে উদযাপন উপলক্ষে, আজ, রবিবার জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে দেশের গণমাধ্যমকর্মী, সাংবাদিক, সম্পাদক, ফটোজার্নালিস্ট সহ সংবাদ জগতের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

তারই অঙ্গ হিসেবে এবার তিনজন বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশ্লেষক হিসেবে প্রণব নন্দী, তপন চক্রবর্তী ও মনিময় রায় কে নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সহ-সভাপতি অনির্বাণ দেব ও সম্পাদক অভিষেক দে এবং ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা সংবাদ জগতের এই মহান দিনে বরিষ্ঠদের সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে অধিক স্বাধীন, প্রযুক্তি---সমৃদ্ধ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সংবাদ পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে প্রতিটি সাংবাদিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বানও জানানো হয়েছে। জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় পতন ভারতের, ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস পাকিস্তানের

কলকাতা।। আরও একটি টেস্ট হারল ভারত। এ বার ঘরের মাটিতে। ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ধাক্কা খেয়েছে ভারত। আরও নীচে নেমেছেন শুভমন গিলেরা। ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে পাকিস্তান।

ইডেন টেস্টের পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত চার নম্বরে নেমেছে। ২০২৫-২০২৭ টেস্ট বিশ্বকাপ পর্বে এখনও পর্যন্ত আটটি টেস্ট খেলেছে ভারত। তার মধ্যে চারটি জিতেছে তারা। হেরেছে তিনটি। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। ভারতের পয়েন্ট ৫২। পয়েন্টের শতাংশ ৫৪.১৭।

ভারতের পয়েন্ট বাকি সব দেশের থেকে বেশি। কারণ, ভারত বাকিদের থেকে বেশি টেস্ট খেলেছে। পয়েন্ট বেশি হলেও ভারত চার নম্বরে রয়েছে। কারণ, পয়েন্ট নয়, পয়েন্টের শতাংশের উপর নির্ভর করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা তৈরি হয়।

এই তালিকায় সকলের উপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তিনটি টেস্ট খেলে তিনটিই জিতেছে তারা। প্যাট কামিন্সদের পয়েন্ট ৩৬। পয়েন্টের শতাংশ ১০০। এ বার সামনে রয়েছে অ্যাশেজ সিরিজ। সেই সিরিজের উপর নির্ভর করছে, অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষে জায়গা পাকা রাখতে পারবে কি না।

ইডেনে ভারতকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে টেস্ট বিশ্বকাপের গত বারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা।

তিনটি টেস্ট খেলে দু’টি জিতেছে তারা। হেরেছে একটি। টেম্বা বাভুমাদের পয়েন্ট ২৪। পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৭। তৃতীয় স্থানে শ্রীলঙ্কা। দু’টি টেস্ট খেলে একটি জিতেছে তারা। অপর টেস্ট ড্র হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট ১৬। তবে তাদেরও পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৭।

ভারতের পরেই রয়েছে পাকিস্তান। তারা দু’টি টেস্ট খেলেছে। একটি জিতেছে। একটি হেরেছে। পাকিস্তানের পয়েন্ট ১২। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫০। ভারত যদি গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দ্বিতীয় টেস্টও হারে, তা হলে ভারতের পয়েন্টে শতাংশ পাকিস্তানের থেকে কমে যাবে। তেমনটা হলে শুভমনদের উপর চাপ আরও বাড়বে।

পাকিস্তানের নীচে রয়েছে ইংল্যান্ড। পাঁচটি টেস্ট খেলে দু’টি জিতেছে তারা। হেরেছে দু’টি। একটি ড্র হয়েছে। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে বেন স্টোকসেরা। তাঁদের পয়েন্টের শতাংশ ৪৩.৩৩। পয়েন্ট তালিকায় উপরে উঠতে হলে অ্যাশেজ সিরিজে ভাল ফল করতে হবে ইংল্যান্ডকে। সপ্তম স্থানে বাংলাদেশ। দু’টি টেস্ট খেলে তারা একটি হেরেছে। অপর টেস্ট ড্র হয়েছে। ৪ পয়েন্ট বাংলাদেশের। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ১৬.৬৭। ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঁচটি টেস্ট খেলে পাঁচটিই হেরেছে। ফলে তাদের পয়েন্ট ও পয়েন্টের শতাংশ দু’টিই শূন্য। নিউ জিল্যান্ড এখনও এই পর্বে একটি টেস্টও খেলেনি। ফলে পয়েন্ট তালিকায় আপাতত সবচেয়ে নীচে তারা।

জঘন্য পিচ বানিয়ে হারল ভারত, হারল ক্রিকেটও ! ইডেনে তিন দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হার, সিরিজে পিছিয়ে পড়ল ভারত

কলকাতা।। শনিবার খেলার শেষে পুজারা বলেছিলেন, ইডেন গার্ডেন্সের এই পিচে চতুর্থ ইনিংসে ১২০ রান তাড়া করাও কঠিন হতে পারে। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিলেন ঋষভ পন্থেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৩ রানে শেষ হওয়ায় ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৪ রান। সেই রান তুলতেই কেঁপে গেল শুভমন গিলহীন ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপ। ৯৩ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। নিজেদের পছন্দের পিচে ৩০ রানে হেরে গেল গৌতম গম্ভীরের দল।

ভারতের লক্ষ্য ‘কঠিন’ করে দিলেন টেম্বা বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ককে আউট করতেই পারলেন না জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাডেজারা। ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেন চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা ব্যাটার। ম্যাচের প্রথম দিনই ইডেনের ২২ ব্যাটারদের বধ্যভূমি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সেই পিচেই অপ্রতিরোধ্য দেখাল বাভুমাকে। ১৩৬ বলের ইনিংসে নিজের দলকে লড়াই করার জায়গায় পৌঁছে দিলেন বাভুমা। একমাত্র ব্যাটার হিসাবে ইডেন টেস্টে অর্ধশতরান করলেন। ৫০ রান করতেই ইডেনের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। বাভুমার লড়াই ছাড়া রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ভাল ব্যাট করলেন করবিন বসও (২৫)। তিনি আউট হওয়ার পর অবশ্য ভারতকে বেশি বেগ পেতে হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকাকে অল আউট করতে।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সফলতম জাডেজা ৫০ রানে ৪ উইকেট নেন। ২ রানে ২ উইকেট সিরাজের। ৩০ রানে ২ উইকেট কুলদীপ যাদবের। ১টি করে উইকেট নেন অক্ষর পটেল এবং বুমরাহ।

তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। ওয়াশিংটন সুন্দর (৩১) ছাড়া ভারতের আর কারও মধ্যে বাভুমাসুলভ লড়াই দেখা গেল না। প্রথম ওভারেই মার্কো জানসেনের বলে আউট হয়ে যান যশস্বী জয়সওয়াল (০)। তৃতীয় ওভারে জানসেন তুলে নেন লোকেশ রাহুলের (১) উইকেট। ১ রানে ২ উইকেট হারানো দলের ইনিংস মেরামত করার চেষ্টা করেন ওয়াশিংটন এবং ধ্রুব জুরেল। উইকেটে থিতু হয়ে যাওয়ার পর সাইমন হারমারকে অযথা ছক্কা মারতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিলেন জুরেল (১৩)। এর পর হারমারের বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে দলকে খাদের কিনারায় পৌঁছে দেন পন্থ (২)। লাভ হয়নি জাডেজার (১৮) আগ্রাসী ব্যাটিংয়েও। ২২ গজের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে গেলেন ওয়াশিংটন। তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারলেন না কেউ। অক্ষর শেষবেলায় আগ্রাসী ব্যাটিং করে চেষ্টা করেছিলেন একটা। কিন্তু হারমারের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন ২৬ রান করে। বাউন্ডারির দিকে মুখ করে দৌড়ে দুরন্ত ক্যাচ নিলেন বাভুমা। তাঁর ওই ক্যাচই ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট জয় নিশ্চিত করে দেয়।

স্পিন সহায়ক উইকেটে সাইমন হারমারের বল খেলতে সমস্যা পড়লেন ভারতীয়েরা। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ৪ উইকেট নিলেন। খরচ করলেন ২১ রান। ১৫ রানে ২ উইকেট মার্কো জানসেনের। ৩৭ রানে ২ উইকেট কেশব মহারাজের।

গত বছর স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলতে গিয়ে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল গম্ভীরের ভারত।

সাংবাদিকদের অবশ্যই সম্প্রীতি

বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি বজায় রাখা সাংবাদিকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কারণ তারা সমাজের দর্পণ হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার মিডিয়া বান্ধব সরকার। সরকারের কাজের ভালো মন্দ ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও সংবাদ মাধ্যমের। আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। থ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ফেইক নিউজ যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া কিংবা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে এতবেশি হচ্ছে আজকাল যে মানুষ কিন্তু সেগুলি বিশ্বাস করবে না। ভুয়ো খবর বা সংবাদ কিন্তু মানুষ গ্রহণ করবে না। সাংবাদিকরা সবকিছু দেখে রাখেন। সাংবাদিকতা একজন সাংবাদিকের পেশার পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। অন্যথায় সাংবাদিকতা পেশায় পূর্ণতা আসবে না। সাংবাদিকরা হচ্ছেন সমাজের দর্পণ। সংবাদ সংগ্রহ করে তাকে সঠিকভাবে পরিবেশন করা একটা বিশেষ আর্ট। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের ফলে এই আর্ট (কৌশল) রপ্ত করতে হয় তাদের। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। সাংবাদিকদের জন্য এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিপুরায় দুজন সাংবাদিক হত্যা মামলায় ন্যায় বিচার প্রদানের চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি আমি। ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস দিবস প্রতি বছরই আমরা আয়োজন করে থাকি। এই উপলক্ষে সেমিনার বা কর্মশালা খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাসে অন্তত একবার হলেও এধরণের আলোচনা সভা করা দরকার। প্রয়োজনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যথাযথ সহায়তা করবে। এটা ফেইক নিউজ সম্পর্কেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়েও।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমি সমস্ত ডিএম ও এসপিদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করি, কথা বলি। আর সেখানে সংবাদপত্রের বিভিন্ন কাটিং সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে ভুল ও সত্যতা বিষয়ে যাচাই করে নিই। যদি দেখা যায় যে সেসব খবরে ভুল তথ্য থাকে তবে তাদেরকে রিজয়েনদার (প্রতিবাদ পত্র) দিতে বলি। সরকার ঠিকভাবে চলছে কিনা কিংবা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের উপর বর্তায়। মানুষের জন্য সেই কাজ করতে হয় সংবাদ মাধ্যমকে। আর এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিন্যাস সুসংহত রাখার দায়িত্ব সাংবাদিকদের। আর ইয়েলো জার্নালিজম (হলুদ সাংবাদিকতা) খুবই উদ্বেগের বিষয়। এনিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়টি নিয়েও সেমিনারের আয়োজন করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মিথ্যে খবর, অর্ধসত্য প্রচার, নির্বাচনের সময় বিভাজনমূলক কৌশল, অনলাইন হেইট স্পিচ - এসব প্রবনতা আজ সাংবাদিকদের কাছে সত্যিকার অর্থে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মতপ্রকাশ ও বাক স্বাধীনতা মিডিয়ার অন্যতম প্রাণশক্তি। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, আইন শৃঙ্খলা - এসব মাথায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করলে সবার জন্য ভালো হবে। আর মিডিয়া ও রাজনীতির মধ্যে একটা যথাযথ ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের এই সরকার মিডিয়া বান্ধব সরকার। সম্প্রতি প্রবীণ ও বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের নিয়ে মিডিয়া উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন, এক্রিডিটেশন, সাংবাদিক কল্যাণ সম্পর্কিত সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরিন্দম লোধ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, বরিষ্ঠ সাংবাদিক মানস পাল, শাণিত দেবরায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ।

নুষ্ঠানে রাজ্যের দুই প্রবীণ সাংবাদিক অমরপুরের প্রাণময় সাহা এবং কৈলাশহরের অনুপম ভট্টাচার্যকে শাল, স্মারক ও আর্থিক সম্মাননা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

রাজধানীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সচেতনতা উদ্যোগ শান্তি কামি সংঘের

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: রাজধানী আগরতলা শহরের শান্তি কামি সংঘ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলে নির্ধারিত স্থানে ফেলার আহ্বান জানিয়ে দিনভর এলাকাজুড়ে প্রচার চালায় সংগঠনটি।

শান্তি কামি সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি দীপক সিংহ, সাধারণ সম্পাদক দুলাল সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা। তারা এলাকার বাসিন্দাদের মুখোমুখি হয়ে আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করেন এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়তে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতা ছাড়া পরিচ্ছন্ন শহর গঠন সম্ভব নয়। তাই তারা বিনীতভাবে সকলকে অনুরোধ জানান আবর্জনা যেন যত্রতত্র ফেলা না হয়ে নির্ধারিত স্থানেই ফেলা হয়। পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরজীবন বজায় রাখতে এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

৮ টাউন বড়দোয়ালী যুব মোর্চার উদ্যোগে আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: ৮ টাউন বড়দোয়ালী যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজধানীর সুকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো 'আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প অভিযান' কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আত্মনির্ভর ভারত গঠনের আহ্বানকে সামনে রেখেই এদিনের যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চার নেতৃত্ব জানান, দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে যুবসমাজকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি, নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতেই সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, ৮ টাউন বড়দোয়ালীর ওয়ার্ড কর্পোরেটগণ, যুব মোর্চার নেতৃত্বসহ বহু কর্মী সমর্থক।

সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে আত্মনির্ভর ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দির, রামনগরের উদ্যোগে আয়োজিত "সপ্ত শক্তি সঙ্গম" শীর্ষক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: ত্রিপুরেশ্বরী শিশু মন্দির, রামনগরের উদ্যোগে আয়োজিত "সপ্ত শক্তি সঙ্গম" আজ, ১৬ই নভেম্বর ২০২৫, রোজ রবিবার, আগরতলা মুক্ত ধারা অডিটোরিয়ামে সপ্তশক্তি সঙ্গম সুসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করা এবং রাজ্যজুড়ে আঠারোটি অনুরূপ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নারী শক্তির প্রচার করা।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর পুনম মুখার্জি, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যাভারতী পূর্বত্তর ক্ষেএ এর কার্যনির্বাহী সদস্যা ও শোধ প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সবিতা দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিস ইন এডুকেশন, কুঞ্জবন।প্রধান আচার্যা মহোদয়া,অনুষ্ঠানে অন্যান্য আচার্যাবৃন্দ, মাতৃ মণ্ডলী। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যাভারতী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করা হয়। এরপর ডক্টর পুনম মুখার্জি নারীদের সাতটি গুণ এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন, যা শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

ডক্টর সবিতা দাস শিক্ষা ও উন্নয়নে নারীর অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে শ্রীমতি মীনা রায় ,শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, ডক্টর দীপা কর্মকার, এই তিন জন মাতৃশক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়।

সমাপ্তিতে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি সংকল্প পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উত্তর বনমালীপুরে ইয়ংস কর্নার ক্লাবকে অ্যাম্বুলেন্স বিধায়কের

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: বিধায়ক উন্নয়ন প্রকল্প তহবিল থেকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। রবিবার উত্তর বনমালীপুর ইয়ংস কর্নার ক্লাবের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাম্বুলেন্সটির চাবি তুলে দেন তিনি।

অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক রায় বলেন, দলমত নির্বিশেষে এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, এই অ্যাম্বুলেন্স জনগণের ট্যাক্সের টাকায় দেওয়া হচ্ছে। সেই টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ।ইয়ংস কর্নার ক্লাবের সামাজিক ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, এলাকার সর্বস্তরের মানুষযুবসমাজ থেকে কৃষক, কর্মচারী, মেহনতি মানুষযদি এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসেন, তবে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগে বিধায়ক তহবিল থেকে তিনি মুক্ত হস্তে সহযোগিতা করবেন।

অ্যাম্বুলেন্স প্রদানকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসাহের পরিবেশ দেখা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই উদ্যোগে এলাকার জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা আরও তরান্বিত হবে।

তেলিয়ামুড়ায় ক্ষিতিশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ নভেম্বর; তেলিয়ামুড়ায় ক্ষিতিশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। তেলিয়ামুড়া মহকুমার সুপরিচিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্ষিতিশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি—র উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়া চৈতন্য আশ্রম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সংগঠনের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তের অভাব দূর করা ও মানুষের মধ্যে রক্তদানের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। সকাল থেকে শুরু হয়ে শিবিরে ২৭ জন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রক্তদাতা রক্তদান করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক ও নার্সদের একটি বিশেষ দল পুরো রক্তদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।ক্ষিতিশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিরা বলেন, মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও তারা একইভাবে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। রক্তদাতাদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আয়োজকরা জানান, সমাজের সহযোগিতায় এই শিবির সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ৫ম ডুকলি মহকুমা সম্মেলন সম্পন্ন, নতুন কমিটি গঠিত

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ৫ম ডুকলি মহকুমা সম্মেলন রবিবার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি রতন ভৌমিক। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সিপিআইএম ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক সমর চক্রবর্তী। সম্মেলনে সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক শংকর সরকার মহকুমার রাজনৈতিক খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

জুয়ার মাস্টারমাইন্ড গ্রেপ্তার

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর; খোয়াই শহরসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা তির জুয়ার মূল হোতাকে গ্রেপ্তার করতে সফল হল খোয়াই সুভাষ পার্ক ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সকাল প্রায় ১১টার সময় বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ে তির জুয়ার মাস্টারমাইন্ড দুলাল শুক্ল দাস।

অভিযানের সময় তার কাছ থেকে তির খেলায় ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন, তির খেলার গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং নগদ ১৪,৪০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অর্থ ও নথি জুয়ার লেনদেন ও পরিচালনার সঙ্গে জড়িত।

সুভাষ পার্ক ফাঁড়ির ওসি রঞ্জিত সরকার জানান, শনিবার সজল তাতি নামে তির জুয়ার এক এজেন্টকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মূল হোতা দুলাল শুক্ল দাসের নাম উঠে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি রঞ্জিত সরকার আরও জানান, তির জুয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এই চক্রের আরও সদস্যদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

যান চলাচল সচেতনতা বাড়াতে জগৎপুর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক আলোচনা সভা

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: যান চলাচল সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রিকশা ও ই-অটোর চালকদের সুরক্ষিত ও নিয়মবদ্ধ চলাচল নিশ্চিত করতে আগরতলার জগৎপুর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এক প্রশাসনিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনতা মজদুর সেল—এর রিকশা ও ইলেকট্রিক অটো ইউনিটের উদ্যোগে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত গোপ, ট্রাফিক ডিএসপি দুলাল দত্ত, পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। তারা চালকদের ট্রাফিক নিয়ম, সড়ক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা এড়ানোর উপায় এবং শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ট্রাফিক নিয়ম মানা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া দুর্ঘটনা কমানো ও সুশৃঙ্খল যান চলাচল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীসহ বিশিষ্টদের শুভেচ্ছা বার্তা, রাজ্যে নানা কর্মসূচি পালন

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: আজ জাতীয় প্রেস দিবস। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের সকল কর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

এক বার্তায় তিনি বলেন, "সত্য, স্বচ্ছতা ও জনসেবার প্রতি সাংবাদিকদের নিরলস নিষ্ঠাই আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও দৃঢ় করে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, সমাজকে সচেতন, তথ্যসমৃদ্ধ ও ক্ষমতাবান রাখতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতুলনীয়। মুখ্যমন্ত্রী সকল সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানান।

অন্যদিকে, রবিবার সকালে বিশালগড় সিপাহীজলায় জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হয়। চায়ের আড্ডা ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে স্থানীয় প্রেসক্লাব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাংবাদিক গৌতম ঘোষ, সাংবাদিক কুমার গৌবর রায়, সাংবাদিক সুরজিৎ দেবনাথসহ অন্যান্যরা।

দিবসের তাৎপর্য ও সাংবাদিকতার নৈতিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

এদিকে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় লেখেন, "জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যমের সাথে যুক্ত সকল বন্ধুদের জানাই আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।"

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যও সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে কর্মরত সকল সাংবাদিকদের প্রতি জাতীয় প্রেস দিবসের শুভেচ্ছা রইল।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিকদের সম্মান জানিয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় প্রেস দিবস।

চাহিদা কমলেও ঐতিহ্য অটুটকার্তিক পূজায় পসরা নিয়ে বসেছেন আগরতলার দোকানিরা

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর: সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বহু প্রাচীন লোকাচার ও উৎসবের রীতি-নীতি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তারই একটি স্পষ্ট উদাহরণ এখন কার্তিক পূজা। একসময় এই পূজা ঘিরে গ্রামাঞ্চল থেকে শহর সর্বত্র যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যেত, বর্তমানে তার প্রভাব অনেকটাই কমে এসেছে বলে জানাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা।

আগের মতো কার্তিক ঠাকুরের মূর্তির চাহিদা আর নেই। প্রতিবছর এই সময়ে যেসব মৃৎশিল্পী নানা আকৃতির কার্তিক মূর্তি নিয়ে বাজারে জমিয়ে ব্যবসা করতেন, তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন, বর্তমানে চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে। মানুষের রুচির পরিবর্তন, আধুনিকতার প্রভাব ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের ধরণ বদলে যাওয়াকেই তাঁরা এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন অনেকেই।

তবু প্রথা অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় এদিন দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসেন কার্তিক পূজার সামগ্রী নিয়ে। রঙিন মূর্তি, নানান শৈলীর প্রতিমা, সাজসজ্জার উপকরণ সবই ছিল এদিন। তবে বাজারে ক্রেতার ভিড় আগের মতো আর দেখা যাচ্ছে না।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেন, কার্তিক পূজা একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। এখন অনেকেই পূজা করেন না বা ছোট পরিসরে করেন। তাই বিক্রি কমছে।

রবিবার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির বিক্ষোভ, অনুমতি না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas